কবি কালিদাস

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মিনার্ভায় অভিনীত

শুভ উদ্বোধন—৩রা শ্রাবণ ১৩৪৮

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কল্যাণীয়—

শ্রীমান বারীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কাঁচাচুলের নাট্যপুলক খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু বিষ্ণুশর্ম্মার মত চুল পাকিলে দেখা যাইবে—তুমি কত বড় নাট্যরসিক !

ইতি—
আশীর্ব্বাদক—**তোমার সেজদা**

মহাকবি কালিদাসের জীবনকাহিনীর কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কয়েকটি কিম্বদন্তীর ইঙ্গিত লইয়া, অতি স্বাভাবিকভাবেই নাটকখানিকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কল্পনার পূর্ণ স্বাধীনতা না-পাইলে, কখনই আমি 'কবি কালিদাস' রচনায় সাহসী হইতাম না। বিষ্ণুশর্ম্মাকে কালিদাসের সম-সাময়িক কল্পনা করিয়া অবিশ্বাস্য অলৌকিকতার সঙ্গে একটু বাস্তবতার মিলন ঘটাইয়াছি। লোকশিক্ষার উপাদানগুলিকেও উপেক্ষা করি নাই।

কবি কালিদাস রচনা করিয়াছি—প্রায় পনরো বছর আগে। তখন নাট্যসৃষ্টি অপেক্ষা কাব্যসৃষ্টির দিকেই নজর ছিল বেশী।

হঠাৎ মিনার্ভা কর্ত্তৃপক্ষ নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন আমি নিরুপায় হইয়া, আগাগোড়া ঢালিয়া সাজিবার আবশ্যকতা বোধ করিলাম। সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিলেন—সুকবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায। তাহার কয়েকটি গান এই নাটকের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। মঞ্চ-পরিচালনা-বিষয়েও তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাহা দর্শকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। তাহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

মিনার্ভার বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ ও অভিনেতা-অভিনেত্রিদিগকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

জলধর চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

ভোজরাজ	উজ্জয়িনীর রাজা
বিষ্ণুশর্ম্মা	বিখ্যাত পণ্ডিত
বিক্রমার্ক	ভাগ্যান্বেষী যুবক
কালিদাস	কবি
মন্ত্রী	
বিদূষক	রাজ-পার্শ্বচর
বরাহ ঘটকর্পর	পণ্ডিতদ্বয়
কর্ণাটী পণ্ডিতদ্বয়	
কর্ণাটরাজ	
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কনোজ	রাজন্যগণ
আজ্ঞাবহ ও রক্ষী	

ভারতী	বিষ্ণুশর্ম্মার স্ত্রী
সত্যবতী	কালিদাসের স্ত্রী
ভানুমতী	ভোজরাজের কন্যা
গুণমণি	বিষ্ণুশর্ম্মার ভগ্নী
মধুছন্দা	ভারতীর সহচরী

কবি কালিদাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উজ্জয়িনীর রাজসভা

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—বৃদ্ধ রাজা ভোজেশ্বর সিংহাসনে সমাসীন। সভাসদ পণ্ডিতমণ্ডলী, মন্ত্রী, বিদূষক, পৌরজন ও রক্ষিগণ

ভোজ। আশ্চর্য্য এ কথা মন্ত্রী! কেহ পারিবে না?
—বাতুল তাহারা।

বিদূষক। নিশ্চয়ই বাতুল—মহারাজ!

মন্ত্রী। কিন্তু তারা সদর্পে বলেছে—যে কোনো কবিতা কেহ করিবে আবৃত্তি—প্রমাণিত হবে তাহা অতি পুরাতন। কেহ পারিবে না, শুনাইতে কোনো-এক নূতন কবিতা এই রাজসভাস্থলে
—বলে তারা।

ঘটকর্পর। মিথ্যা দম্ভ।

মন্ত্রী। কিন্তু তারা দিগ্বিজয়ী। বাকি মাত্র উজ্জয়িনী তাহাদের কাছে হেঁটমুখে পরাজয় করিতে স্বীকার।

ঘটকর্পর। ওহে মন্ত্রী শোনো। উজ্জয়িনী-রাজসভা জ্ঞানানুশীলনে প্রাথমিক-বিদ্যালয় নয়। বালক-বালিকা যেথা 'অ-আ' 'ক-খ' শেখে—হাতে খড়ি দিয়ে।

বরাহ। তা'কি হতে পারে মন্ত্রী? আমরা সকলে এক সঙ্গে হেরে যাবো? দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষী বা কবি কে না-আছে এই সভাস্থলে? শ্রেষ্ঠত্ব যাঁদের বহুবার প্রমাণিত বিদ্বৎ-সমাজে?

মন্ত্রী। কিন্তু তারা দিগ্বিজয়ী!

ঘটকর্পর। (হাসিয়া) তাই নাকি? দিগ্বিজয়ী? আচ্ছা, মন্ত্রীবর! সাদরে আহ্বান করো এই সভাস্থলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যুগলে। সদ্য এক সুললিত কবিতা রচিয়া, শুনাইব আমি মহারাজে—উপস্থিত সভাজন—সকলের মাঝে। দেখিব কেমনে তারা, প্রমাণ করিতে পারে আমার কবিতা—পূর্ব্বাধীত অতি পুরাতন!

বিদূষক। তাই হোক্ মহারাজ!

ভোজ। বেশ, তাই হোক্—ডাকো মন্ত্রী পণ্ডিত-যুগলে।

মন্ত্রী একজন আজ্ঞাবহকে ইঙ্গিত করিলেন

হে ঘটকর্পর কবি—নবীন যুবক! বার বার কহে মন্ত্রী, পণ্ডিত-যুগল দিগ্বিজয়ী! পরাজিত করিয়াছে বহু রাজসভা। জ্ঞান-গর্ব্বে

উজ্জয়িনী সমুন্নত শির। বিদ্যোৎসাহী আমি রাজা তার। আমারি সভাতে আজ দিগ্বিজয়-অহঙ্কার নিয়ে আসিয়াছে যারা, লজ্জা যদি পায় তারা আনত মস্তকে হীনভাবে পরাজয় করিয়া স্বীকার—পাবে তুমি যোগ্য-পুরস্কার।

ঘটকর্পর। জয় মহারাজ ভোজেশ্বরের জয়!

সকলেই জয়ধ্বনি করিল

আজ্ঞাবহের সঙ্গে কর্ণাটি পণ্ডিতদ্বয়ের প্রবেশ। ভোজেশ্বর সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন—আসন নির্দ্দেশ করিলেন

পণ্ডিতদ্বয়। জয় মহারাজ ভোজেশ্বরের জয়!

মন্ত্রী। মহারাজ ভোজেশ্বর! সভাসদ পণ্ডিতমণ্ডলী! পৌরজন উজ্জয়িনীবাসী! অনুমতি করুন আমারে—সদাচারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-যুগলে পরিচিত করি সভাস্থলে।

সকলে। সাধু! সাধু!

বিদূষক। প্রতিবাদ করি আমি 'দিগ্বিজয়ী' উপাধি-প্রদানে পূর্ব্ব হতে। এখনো তো পরাজয় করেনি স্বীকার—উজ্জয়িনী?

মন্ত্রী। জানি। কিন্তু বক্তব্য আমার, কর্ণাট-নিবাসী এই পণ্ডিত-যুগল—বহির্গত দিগ্বিজয়ে!

বিদূষক। বহির্গত দিগ্বিজয়ে— 'দিগ্বিজয়ী' নন্। তাই বলো।

সকলের হাস্য

মন্ত্রী। এই দুই পণ্ডিতের মতে—নূতন কবিতা কেহ রচনা করিতে—পারে নাই—পারিবে না এযুগে কদাপি?

ঘটকর্পর। বাতুলের কথা।

মন্ত্রী। (কর্ণাটীর প্রতি) বলুন বক্তব্য আপনার।

প্র-পণ্ডিত। বহু যুগযুগান্তের স্মৃতি বক্ষে নিয়ে, প্রচলিত দেব-ভাষা এই আর্য্যভূমে। সাহিত্য-ভাণ্ডারে তার, আছে যত অলঙ্কার, চিন্তার সম্পদ, তাই চুরি করি যত নব্য সাহিত্যিক প্রচার করিয়া থাকে নিজ নিজ নামে। দেখিয়াছি—বন্ধ্যা নারী লজ্জা বোধ করে পরপুত্রে কোলে করি জননীত্ব তার—করিতে প্রচার। কিন্তু এই মিথ্যাবাদী নবীনের দল, কেন এত লজ্জাহীন ?

ঘটকর্পর। মিথ্যা এই অভিমত দাম্ভিক পণ্ডিত! নবীনের জন্মদান মিথ্যা যদি হয়, জগতের মৃত্যু হয় প্রাচীনের সাথে। নবীন জীবিত চিরদিন।

দ্বি-পণ্ডিত। হে নব্য যুবক কবি! জিজ্ঞাসি তোমারে—পার কি রচিতে তুমি এমন কবিতা, যার ভাব-ভাষা কেহ শোনে নাই কভু? নাহি যার অলঙ্কার, উপমা-সম্পদ—প্রাচীনের সাহিত্য-ভাণ্ডারে ?

ঘটকর্পর। পারি।

প্র-পণ্ডিত। পার ? হা হা হা—আচ্ছা, রচনা করিয়া এক কবিতা-নূতন আনো এই সভাস্থলে। আমরা শুনিব শুধু আবৃত্তি তাহার, প্রমাণ করিব তাহা অতি পুরাতন—আর, আমাদেরি পূর্ব্বাধীত।

ঘটকর্পর। দাঁড়াইয়া এই সভাস্থলে—মুখে মুখে রচিব কবিতা।

দ্বি-পণ্ডিত। তাই নাকি? (হাসিয়া) বেশ, বেশ, শুনুন সকলে।

ঘটকর্পর। (কবিতাবৃত্তি)

যা রাকা-শশী-শোভনা-গতঘনা
সা যামিনী—যামিনী।
যা সৌন্দর্য্য-গুণান্বিতা-পতিরতা
সা কামিনী—কামিনী।
যা গোবিন্দ-পদারবিন্দ-রসিকা
সা মাধুরী—মাধুরী।
যা লোকদ্বয়-সাধনী-তনুভৃতাং
সা চাতুরী—চাতুরী।

পণ্ডিতদ্বয় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন

প্র-পণ্ডিত। ওহে চোর কবি! বলিতে কি চাও এই কবিতা তোমার? ছন্দোবদ্ধ সুললিত এই কথাগুলি—বহুপূর্ব্বে শুনিয়াছি—মৃত এক পণ্ডিতের মুখে।

ঘটকর্পর। মিথ্যাবাদী তুমি।

দ্বি-পণ্ডিত। প্রমাণ করিব আমি—তুমি মিথ্যাবাদী।

ঘটকর্পর। আমি মিথ্যাবাদী?

প্র-পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু মিথ্যাবাদী নহে। চোর তুমি নবীন যুবক। অন্যের রচনা নিজ নামাঙ্কিত করি, কবি-যশ প্রার্থনা তোমার। সাহিত্যের এই অনাচার রাজদ্বারে দণ্ডনীয়।

ঘটকর্পর। (উত্তেজিত ভাবে) আমি চোর? আমি মিথ্যাবাদী? কিন্তু, কিন্তু—হে ধূর্ত্ত পণ্ডিত! পারিবে কি তুমি সেই কবিতাটি মোর, পুনরপি আবৃত্তি করিতে? অলিখিত যে কবিতা মুখে মুখে আমি, আবৃত্তি করেছি একবার—পার যদি পুনর্ব্বার শুনাইতে মোরে—স্বীকার করিব আমি চোর।

দ্বি·পণ্ডিত। স্বীকার করিবে? বেশ কথা—(কবিতাবৃত্তি)

যা রাকা-শশী-শোভনা-গতঘনা—ইত্যাদি।

ঘটকর্পর লজ্জায় অধোবদন হইলেন

মন্ত্রী। মহারাজ!

ভোজ। (বাধা দিয়া) সভাসদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী! আর কেহ পারিবে কি? নূতন কবিতা-কোনো আবৃত্তি করিতে—এই বিচার-সভায়?

সকলেই নীরব

(সক্রোধে) হতমান—হতমান আমি ভোজেশ্বর। এতগুলি বৃত্তিভোগী পণ্ডিত থাকিতে—হতমান হলো উজ্জয়িনী! ফিরে যাবে দুইজন কর্ণাটি পণ্ডিত—আজি এই উজ্জয়িনী রাজসভা হ'তে—দিগ্বিজয় অহঙ্কার নিয়ে?

বরাহ। (ভয়ে ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে)

অর্থাতুরাণাং ন পিতা ন বন্ধু!
কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা

চিন্তাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা
ক্ষুধাতুরাণাং ন বলং ন তেজঃ।

প্র-পণ্ডিত। ভয়ে ভয়ে কেন হে পণ্ডিত ? তুমি তো নবীন নও ? প্রবীণ বয়সে চৌর্য্যবৃত্তি করি বুঝি লুকাইতে গিয়া, কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে ? বাঃ, বাঃ, চমৎকার কবিতা তোমার—অর্থাতুরাণাং ইত্যাদি।

দ্বি-পণ্ডিত। ওহে বন্ধু ! প্রচলিত প্রবাদ-বচন সঙ্ঘবদ্ধ করিলে কি কবি হওয়া ৲ ছ ছি ছি—এই সব হীনবুদ্ধি পণ্ডিতের দল—উজ্জয়িনী রাজসভা করে অলঙ্কৃত। কী আশ্চর্য্য !

ভোজ। মন্ত্রীবর ! পুরস্কৃত করো এই পণ্ডিত যুগলে। আর —রাজবৃত্তিভোগী যত কবি-কুলাঙ্গার, চৌর্য্যবৃত্তি করিতেছে সাহিত্য-সমাজে, মুণ্ডিত-মস্তকে যেন গর্দ্দভের পিঠে বিতাড়িত হয় —দূরে উজ্জয়িনী হতে।

বিদূষক। মহারাজ !

ভোজ। চুপ্ করো বিদূষক ! ওঃ অপমান ! জ্ঞানগর্ব্বে উজ্জয়িনী নিখিল ভারতে—চিরদিন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ! আর আজ ? ছি ছি ছি ছি—

সকলে লজ্জায় অধোবদন রহিলেন—ভোজেশ্বর বিরক্তিভরে
সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন

কন্যা ভানুমতীর প্রবেশ

ভানুমতী। বাবা !

ভোজ। কি মা ?

ভানুমতী। আসিয়াছে সখী সত্যবতী!

ভোজ। কে এসেছে? সত্যবতী? কৈ?

ভানুমতী। ওই দূর গবাক্ষ-দুয়ারে বসে আছে। ইচ্ছা তার আসিবে এ বিচার-সভায় তুমি যদি করো অনুমতি—

ভোজ। এখানে কি প্রয়োজন তার?

ভানুমতী। শুনাইতে চাহে এক নূতন কবিতা—ওই কর্ণাটি-পণ্ডিতে।

ভোজ। তাই নাকি? বেশ, ডেকে আন্ তারে।

ভানুমতীর প্রস্থান

কি বলো হে বিদূষক? পুরুষপুঙ্গব যত পণ্ডিতের দল—অধোমুখে বসে আছে। উজ্জয়িনী হেরে গেছে কর্ণাটের কাছে। সে বেদনা বাজিয়াছে রমণীর বুকে। ধিক্ ধিক্ অপদার্থ সব!

বিদূষক। কোন্ সত্যবতী, মহারাজ?

ভোজ। অভিন্ন-হৃদয়-বন্ধু ধান্ধা-ভূস্বামীর একমাত্র কন্যা সত্যবতী—অতি বিদুষী মহিলা। ধান্ধারাজ স্বর্গগত আজ।

বিদূষক। ও, রাণী সত্যবতী! যিনি বিদুষী কুমারী? শুনিয়াছি প্রতিজ্ঞা তাঁহার—যে পারিবে পরাজিত করিতে তাঁহারে—কাব্যালাপে, সুকুমার সাহিত্য-চর্চ্চায়, করিবেন তাঁরই গলে বরমাল্য-দান?

ভোজ। হ্যাঁ সেই সত্যবতী!

বিদূষক। কিন্তু মহারাজ! ভয়ে ভয়ে বলি—পরাজিত হন

যদি রাণী সত্যবতী ! বিবাহ করিবে তারে পণ্ডিত যুগল ? একা নারী দুজনের গলে মাল্যদান করিবেন – কি উপায়ে ? ভাবিবার কথা !

ভানুমতীসহ সত্যবতীর প্রবেশ। সত্যবতী ভোজেশ্বরকে প্রণাম করিল

ভোজ। আয়ুষ্মতী, ভাগ্যবতী হও।

সত্যবতী। শুনিলাম ওই দুই পণ্ডিতের মতে নূতন কবিতা কেহ রচিতে পারে না ?

ভোজ। হ্যাঁ।

সত্যবতী। রচিয়াছি আমি এক কবিতা নূতন। আবৃত্তি করিতে চাই এই সভামাঝে। তার আগে পণ্ডিত-যুগল ! প্রণতি জানাই ওই চারিটি চরণে।

প্রণাম করিলেন

বিদূষক। হা হা হা হা—মহারাজ ! কহিছেন রাণী সত্যবতী, এঁরা নাকি জীব চতুষ্পদ !

সকলের হাস্য

প্র-পণ্ডিত। (একান্তে) খুব সাবধান বন্ধু ! মনে হয় যেন—অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালা।

দ্বি-পণ্ডিত। (একান্তে) তাইতো হে ধরাপড়ি বুঝি—

সত্যবতী। অনুমতি করুন আমারে—পড়ি আমি কবিতা আমার ?

উভয়ে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—

সত্যবতী পড়িতে লাগিল

পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ
পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ
পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ
পরোপকারায় শরীরমেতৎ।

প্র-পণ্ডিত। বেশ বেশ, রাজার কুমারী—চমৎকার কবিতা তোমার। কমনীয় কণ্ঠস্বরে আবৃত্তি তাহার—আরো চমৎকার। বাঃ বাঃ—শুচিস্মিতে, শুভাননে, বিদূষী বালিকে! আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।

সত্যবতী। কিন্তু মহাভাগ! সুখী আমি হইব কেমনে? জন্মভূমি উজ্জয়িনী মোর! তার পরাজয় আমি সহিতে কি পারি? সকলের আগে তাই জানিতে প্রার্থনা—নূতন কি পুরাতন আমার কবিতা?

দ্বি-পণ্ডিত। পুরাতন! পুরাতন! সরলা বালিকা, অতি পুরাতন শ্লোক! "পরোপকারায়"—ইত্যাদি।

সত্যবতী। সে কি কথা মহাশয়? আমি যে একান্তে বসি এই বাক্যগুলি রচনা করেছি নিজে—সাক্ষী তার সখি ভানুমতী।

ভানুমতী। হ্যাঁ বাবা, আমি দেখিয়াছি—

বারাহ। মহারাজ! মনে হয় শ্রুতিধর পণ্ডিতযুগল প্রতারণা করিতেছে—সভাসদ্-জনে। যাহাকিছু শুনিতেছে, আবৃত্তি করিয়া—প্রমাণ করিতে চাহে পূর্ব্বশ্রুতি বলি।

প্র-পণ্ডিত। মিথ্যা এই হীন অভিযোগ।

ভোজ। কিন্তু হে পণ্ডিত! মিথ্যাবাদী নহে কভু রাণী সত্যবতী। ভানুমতী মিথ্যাকথা কহিতে শেখেনি।

বিদূষক। মহারাজ! শুধু চতুষ্পদ নন্ পণ্ডিত দু'জন। মনে হয় লম্বকর্ণ আর উদ্ধগ্রীব! নতুবা কেমনে, কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট যে কথা একবার, পুনর্ব্বার করিছে আবৃত্তি? হ্রস্বদীর্ঘ কিছু ভুলিবেনা—এ যে বড় আশ্চর্য্য ঘটনা!

ভোজ। কহ মন্ত্রী! কিবা অনুমান তব?

মন্ত্রী। অভিযোগ মিথ্যা হবে শুধু অনুমানে। প্রমাণের প্রয়োজন আছে—মহারাজ!

জনৈক আজ্ঞাবহের প্রবেশ

আজ্ঞাবহ। মহারাজ! আসিয়াছে রাজদ্বারে দুইটি যুবক—একজন—নাম—কালিদাস! অপরের নাম ধাম প্রকাশ করে না।

ভোজ। কি চাহে তাহারা?

অজ্ঞাবহ। শুনাইতে চাহে এক নূতন কবিতা এই বিচার-সভায়।

ভোজ। আচ্ছা, নিয়ে আয়—অতি সমাদরে।

আজ্ঞাবহের প্রস্থান

ভানুমতী। বাবা! কাঁদিতেছে সখি সত্যবতী!

ভোজ। কেন, কেন? কি হয়েছে—মা আমার?

সত্যবতী। আমি তো করিনি চুরি অন্যের কবিতা। সত্য, এই বাক্যগুলি আমারি রচনা।

ভোজ। (চিন্তিতভাবে) তাইতো মা, এ যে বড় কঠিন সমস্যা।

বরাহ। মহারাজ! আমার বিশ্বাস—এই পণ্ডিত দু'জন, 'একাবধারণ' অতি ধূর্ত্ত শ্রুতিধর।

ভোজ। প্রমাণ করিতে পার বরাহপণ্ডিত? অপ্রমাণে, সন্দেহের বলে, রাজা আমি—অবিচার করিতে পারি না। শোনো মন্ত্রী—আমার আদেশ। প্রচার করিয়া দাও—রাজ্যমাঝে মোর—মুক্ত দ্বার এই সভাস্থলে, যে কেহ আসিতে পারে উজ্জয়িনীবাসী। যুক্তি-তর্কে অথবা কৌশলে, পরাজিত করিতে এ পণ্ডিতযুগলে যে পারিবে—আমি তারে দেব পুরস্কার—একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা!

বিক্রমার্ক ও কালিদাস প্রবেশ করিয়া শেষাংশ শুনিলেন

সত্যবতী। আর, আমি তারে বরমাল্য দেব। করিব তাহারে আজি পতিত্বে বরণ—যে আমার—চৌর্য্য-অপবাদ—

বিক্রমার্কের চোখে চোখে পড়িতেই কথা মিলাইয়া গেল—বিক্রমার্ক হাসিলেন

বিক্রমার্ক। জয়, রাণী সত্যবতীর জয়!

বিদূষক। উদ্ধত যুবক! সম্মুখে তোমার ওই রাজা ভোজেশ্বর! তার জয়ধ্বনি করো আগে।

ভোজ। না। প্রয়োজন নাই আর নির্লজ্জ চিৎকারে। কোথা

জয়? পরাজয়-লাঞ্ছিত ললাটে—উজ্জয়িনী নতজানু কর্ণাটের কাছে। কে তোমরা বলো?

বিক্রমার্ক। দারিদ্র্যপীড়িত মোরা বন্ধু দুইজন, বাহির হয়েছি পথে ভাগ্য-অন্বেষণে। লিখিয়া এনেছি এক কবিতা নূতন—লক্ষমুদ্রা লাভ-অভিলাষে।

ভানুমতী। (একান্তে) চিনেছিস্?

সত্যবতী। চুপ্।

ভোজ। কবিতার রচয়িতা তোমরা দুজন?

বিক্রমার্ক। না। ইনি—

ভোজ। তুমি আসিয়াছ কেন?

বিক্রমার্ক। বন্ধু মোর স্বল্পভাষী, অতীব লাজুক। বিনয়ের আতিশয্যহেতু, পাছে যদি হেরে যায় বিতর্ক-সভায়, প্রমাণ করিতে তার কবিতা নূতন—তাই মোর সাহচর্য্য করেছে প্রার্থনা।

ভোজ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই যুবা, সৌম্য, সুদর্শন! রাজচক্রবর্ত্তী চিহ্ন ললাট-ফলকে! কে এই যুবক?

ভানুমতী। বাবা! মনে হয়, আমি যেন কোথা দেখিয়াছি—

ভোজ। দেখিয়াছ? কোথা?

ভানুমতী। মনে হয়, বসন্ত উৎসবে, সেই লোকারণ্য পথে, মূর্চ্ছাহত আমি যবে—তোমারি ইঙ্গিতে—এই বলিষ্ঠ যুবক—

বিক্রমার্ক। রাজার নন্দিনী! নবাগত আমি এই দেশে।

ভোজ। হে যুবক! পাঠ করো কবিতা তোমার।

কালিদাস কবিতা পড়িতে উদ্যোগী হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন

বিক্রমার্ক। ভয় নেই, পড়ো বন্ধু কবিতা তোমার—মহারাজ ভোজেশ্বর অতি সদাশয়—আর—অতি গুণগ্রাহী!

কালিদাস। (কম্পিতকণ্ঠে)

স্বস্তি শ্রীভোজরাজস্ত্রিভুবন-বিজয়ী-সত্যবাদী।
পিত্রা তে গৃহীতং পূর্ব্বং রত্ন-কোটি-মদীয়ং
দেহিতাং তূর্ণং সকল বুধজনৈ জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নবা জানাতি—নবকৃতমিতি—চেৎ—
দেহি লক্ষং ততো মে।

ভোজ। এযে অতি দুর্বোধ্য কবিতা!

বিক্রমার্ক। অনুমতি করুন আমারে—মহারাজ! ব্যাখ্যা করি কবিতার বিশদর্থ আমি—বুঝাইয়া দিই সভাজনে?

ভোজ। হেরিলে এ যুবকের বদনমণ্ডল আনন্দ-পুলক জাগে অন্তরে আমার! হে যুবক! ব্যাখ্যা করো শুনি—

বিক্রমার্ক। কহিছেন কবি আপনারে—"হে মহারাজ ত্রিভুবন বিজয়ী আপনি—সত্যবাদী। একদিন আপনার পিতা, এককোটি স্বর্ণমুদ্রা কর্জ্জ করেছেন—আমারি এ বন্ধুটির তহবিল হতে। সাক্ষী এই পণ্ডিত-যুগল।

ভোজ। সাক্ষী এই পণ্ডিত-যুগল?

উভয়ে। না, না, আমরা তো কিছুই জানিনা—সে বিষয়ে।

ভোজ যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন

বিক্রম। মহারাজ! তাই যদি সত্য হয়—তা'হলে তো বন্ধুটি আমার একলক্ষ মুদ্রা-অধিকারী ?

ভোজ। কেন ?

বিক্রম। অনধীত এ কবিতা, অশ্রুত এঁদের। অতএব নূতন কবিতা !

ভোজ। পণ্ডিত-যুগল! কি বলিতে চাও—বলো। কবিতাটি নূতন তা'হলে ?

প্র-পণ্ডিত। হ্যাঁ, না, তবে কিনা—

দ্বি-পণ্ডিত.। পুরাতন, পুরাতন—আমি বলিতেছি—"স্বস্তি শ্রীভোজরাজ-স্ত্রি-ভূবন-বিজয়ী—সত্যবাদী—

বিক্রমার্ক। থাক্। মানিলাম—কবিতাটি অতি পুরাতন। আবৃত্তির প্রয়োজন নাই। অতএব মহারাজ! নিবেদন করি—কবিতার মর্ম্ম-অর্থ করিয়া গ্রহণ পিতৃঋণ পরিশোধ করুন আপনি ? এককোটি স্বর্ণমুদ্রা দিন বন্ধুটিকে।

প্র-পণ্ডিত। না, না, অজ্ঞাত অশ্রুত এই কবিতা মোদের।

বিক্রমার্ক! বেশ কথা। তাহলে তো কবিতা নূতন ? কি বলেন মহারাজ! কালিদাস লক্ষমুদ্রা পাবে ? (স্বগত) আর পাবে—সেই সাথে বরমাল্য তার—অহঙ্কার চূর্ণ হলো যার।

সকলে। জয় কবি কালিদাসের জয় !

ভোজ। শোনো মন্ত্রী আমার আদেশ—ধূর্ত্ত এই প্রতারক পণ্ডিত-যুগলে রাখো অদ্য কারারুদ্ধ করি। যাও সবে, সভা-ভঙ্গ আজ—

মন্ত্রীর ইঙ্গিতে রক্ষীগণ পণ্ডিতদ্বয়কে বাঁধিয়া লইয়া গেল

দাঁড়াও যুবকদ্বয়, তোমরা যেয়োনা। শোনো মন্ত্রী! কোষাধ্যক্ষে আদেশ জানাও—একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা চাই—

মন্ত্রীর প্রস্থান

বিদূষক। তার সঙ্গে একছড়া মালা চাই নাকি? কি বলেন রাণী সত্যবতী?

সত্যবতী লজ্জিতা হইলেন

ভানুমতী। বাবা, আমি আনিতেছি মালা!

বিদূষক। শোনো, শোনো, রাজকন্যা—যেওনা ছুটিয়া। মনে হয় মহারাজ চিন্তাকুল অতি। ভাবিছেন—মালা মাত্র একছড়া চাই—অথবা দু'ছড়া!

ভানুমতী। তার মানে?

সত্যবতী। তার মানে—শোন্ তবে কানে কানে বলি—

বলিল

ভানুমতী। যাঃ

প্রস্থান

ভোজ। সত্যবতী! মা আমার—তুই বল্ দেখি—এই দুটি যুবকের মাঝে কার বুদ্ধিমত্তা বেশী? চতুরতা অধিক কাহার?

সত্যবতী। নাম যার বিক্রমার্ক—

ভোজ। কেন?

সত্যবতী। সাহসী এ যুবকের সাহচার্য্য বিনা, মনে হয় বুঝিত না অর্থ কবিতার—সভাসদ পণ্ডিতমণ্ডলী। অতএব ফিরিতেন পরাজয় নিয়ে ওই কবি স্বল্পভাষী।

ভোজ। হুঁ, তাই বটে। কি বলহে তুমি—বিদূষক?

বিদূষক। আমি তা' বলিনা মহারাজ! আমি বলি—বিনয়ী ও স্বল্পভাষী যারা, তারা খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু, তবু কেন-যে বুঝি না, নারীজাতি বাচালের পক্ষপাতী এত।

ভোজ। তাই নাকি—

হাসিলেন

সখিগণসহ মাল্য ও বরণ ডালা লইয়া ভানুমতীর প্রবেশ। ভোজ মালাগাছটি লইয়া সত্যবতীর হাতে দিলেন

ভোজ। শোনো সত্যবতী! এই দুই যুবকের মাঝে—একজন পাবে মালা! আর অন্যজন, পাবে স্বর্ণমুদ্রাগুলি। বলো তুমি কাকে মালা দেবে?

বিদূষক। মহারাজ! এ বড় অন্যায়—

ভোজ। কি অন্যায় বিদূষক?

বিদূষক। কার গলে মালা দেবে এই প্রশ্ন উঠিতে পারেনা। সত্যবতী মালা দিতে বাধ্য কালিদাসে। তবু, যদি বিক্রমার্ক গলে—

সত্যবতী। কেন আমি মালা দেব বিক্রমার্ক গলে? সত্যনিষ্ঠ রাণী সত্যবতী—ভুলিবেনা প্রতিশ্রুতি তার—

কালিদাসের গলে মাল্যদান করিলেন—অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি
শোনা গেল—রাজা বিক্রমার্ককে স্বর্ণমুদ্রা দিলেন

বিক্রমার্ক। শোনো তবে রাণী সত্যবতী! বিবাহিত তুমি আজ মহামূর্খ সনে। কালিদাস স্থূলবুদ্ধি—অজ্ঞ, নিরক্ষর! আজ প্রাতে প্রথম সাক্ষাৎ—বৃক্ষশাখে বসি—নিজে কাটে মূল তার। কী আনন্দ—চূর্ণ করি তব অহঙ্কার! প্রতিশোধ হলো কি বিদুষী ?

ভোজরাজ। কালিদাস অজ্ঞ, নিরক্ষর ? মিথ্যা কথা! আমি তার কবিতা আবৃত্তি, শুনিয়াছি নিজে।

বিক্রমার্ক। বহুকষ্টে শিখায়েছি—ওই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে সভামাঝে। তার বেশী কিছুই জানেনা মূর্খ এই ভাষাজ্ঞানহীন!

ভোজ। কেন তবে প্রতারণা করিয়াছ তুমি! শীঘ্র বলো দুর্ব্বুদ্ধি-যুবক!

বিক্রমার্ক। উচ্চশিক্ষা-অভিমানে রাণী সত্যবতী একদিন অপমান করেছিল মোরে—বলেছিল—"ঘৃণা করি পুরুষ জাতিরে—অতি নীচ স্বার্থপর বলি।" কিন্তু আজ রাণী সত্যবতী! অতি বড় মূর্খ এক পুরুষের দাসী! এ আনন্দে আত্মহারা আমি।

সত্যবতী। প্রাণহীন হে প্রিয়-দর্শন! না-বুঝিয়া অপমান করিলে আমারে!

ভোজ। কে তুমি যুবক! দাও, পরিচয় তব।

বিক্রমার্ক। পরিচয় ? হা হা হা—পুরুষের পরিচয় পৌরুষে তাহার।

ভোজ। অবলার সর্ব্বনাশে পৌরুষ তোমার ?

বিক্রমার্ক। কে অবলা? রাণী সত্যবতী? হা হা হা—পুরুষ-বিদ্বেষী ওই দাম্ভিকা নারীরে চিনিয়াছি আমি—বহুদিন। অবলা সে কোনদিন নয়।

ভোজ। চুপ্ কর্, উদ্ধত যুবক! আগে বল্ পরিচয় তোর—কোন্ বর্ণ, কোন গোত্র, কাহার সন্তান—কোন্ দেশে জন্মস্থান তোর?

বিক্রমার্ক। ভারতেই জন্ম, আমি ভারত-সন্তান! তার বেশী কোনো কথা বলিব না রাজা! ক্ষমা করো মোরে।

ভোজ। ক্ষমা? প্রাণদণ্ড হবে।

বিক্রমার্ক। মাথা পেতে নেব সেই দণ্ডাদেশ রাজা! জন্মলাভে লালায়িত হইনি কখনো। মৃত্যুতেও ভীতিশূন্য অবিকৃত মন। চিনি শুধু সুমুখের অতি দীর্ঘ পথ। চাহিবনা, পিছনের পানে কোনো দিন।

ভোজ। রক্ষী!

দুইজন রক্ষীর প্রবেশ

ভানুমতী সত্যবতীর কোলে মূর্চ্ছিত হইলেন

সত্যবতী। মহারাজ! ভানুমতী বুঝি মূর্চ্ছাহতা

ভোজ। ভানুমতী!

ভানুমতী। (ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া) বাবা?

ভোজ। যাও অন্তঃপুরে—

ভানুমতী। যাই—

দু'একপা গিয়া ফিরিয়া ভোজের পদতলে পড়িল

বাবা! প্রাণদণ্ড দিওনা তাহারে! নির্ব্বাসিত করো তারে—তাড়াইয়া দাও বহুদূরে।

ভোজ। নির্লজ্জ বালিকা!

ভানুমতী। ক্ষমা করো—ক্ষমা করো তারে—

ভোজ। (বিক্রমের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) যাও দূর হও—

প্রস্থান

সত্যবতীর নিকটে আসিয়া

সত্যবতী। এ অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকের তরে কেন এত ব্যাকুলতা,—জানো কিছু তুমি?

বিদূষক। মহারাজ! অক্ষিরাগ! অক্ষিরাগ জন্মিয়াছে প্রথম-দর্শনে। মনে মনে ভালবাসা, জনকের অনুমতি বিনা—বিবেচনা করুন আপনি—ঘটিতেছে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা-হেতু আর বিদ্যা-শিক্ষা ফলে! কাব্যশাস্ত্র, গীতি-নাট্যকলা, বিদুষীরা ভালবাসে। তাই তারা বর্ণমালা সমাপন করি—পরিপক্ক হ'য়ে ওঠে, আদি-রসালাপে! অতএব—অক্ষিরাগ রোগে, ঘটে নিত্য মুহুর্মুহু মূর্চ্ছার ব্যামোহ। সে কারণে মহারাজ শিক্ষিতা রমণী, চিরদিন দুষ্টক্ষত—সমাজ-শরীরে।

সত্যবতী। কিন্তু মহাশয়! আমিও শিক্ষিতা নারী। আমারো কপালে, আছে দুটি দীপ্ত-কালো কজ্জলিত আঁখি। আমি কিন্তু—ভুগি নাই—অক্ষিরাগ রোগে, কোনোদিন। আসি তবে—মহারাজ!

ভোজ। কোথা যাও সত্যবতী?

সত্যবতী। ঘরে ফিরে যাই—

ভোজ। দাঁড়াও। সঙ্গে করি নিয়ে যাও কবি কালিদাসে।

সত্যবতী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিলেন

শোনো সত্যবতী! মাল্যদান করিয়াছ তুমি তার গলে! পরিণীতা বধূ তুমি তার। সে তোমার স্বামী। জন্ম, মৃত্যু, আর এই শুভ পরিণয়, অনিবার্য্য বিধিলিপি। দুঃখিত হয়ো না সত্যবতী, মূর্খ বলি—অনাদর করিওনা তারে। বিবাহ যে আর্য্যমতে আত্মার মিলন।

সত্যবতী। কেন তবে দেহের বন্ধন—চাহে তারা? কে আমার মহামূর্খ ওই কালিদাস? কেন আমি দাসী হবো তার? কোন্ পরমার্থ-বস্তু লাভের আশায়—পদসেবা করিতেই হবে? কেন আমি মাথা-নীচু করি চিরদিন—বলিব সভয়ে—"জয় পুরুষের জয়"—এ জগতে নারী কেহ নয়?

ভোজ। করিয়াছ তুমি নিজে আত্ম-নিবেদন—

সত্যবতী। মরণের স্বাধীনতা নাহি কি আমার?

ভোজ। না।

বিদূষকের প্রস্থান

সত্যবতী। একী অত্যাচার?

ভোজ। অত্যাচার? কালিদাস! তুমি স্বামী এই বালিকার—নিয়ে যাও হাতে ধরি আপনার গৃহে। আমি রাজা—আমার আদেশ। সমাজের কর্ণধার আমি।

কালিদাস। (করজোড়ে) মহারাজ!

ভোজ। বলো, বলো, কি বলিতে চাও?

কালিদাস। এর চেয়ে ডালে বসি ডাল কাটা ভালো। পড়ি যদি নিজে মরি, অপরের ক্ষতি কিছু নাই। কে জানিত—বিবাহ যে এত বিড়ম্বনা! চাহি না বিবাহ আমি—ক্ষমা করো মোরে—রাণী—সত্যবতী!

সত্যবতী। কেন তুমি প্রতারণা করিলে আমারে?

কালিদাস। (হাসিয়া) মূর্খ কি করিতে পারে কোনো প্রতারণা? শোনো দেবি! মনে পড়ে স্নেহময়ী জননী আমার—কত ভালবাসিতেন মোরে। সেই আঁখি—সেই দৃষ্টি—সেই প্রতিচ্ছবি! তুমিও তো সেই নারী—কিন্তু একি দেখিতেছি? তুমি কি হবে না কভু সন্তানের মাতা?

প্রস্থানোদ্যত

ভানুমতীর প্রবেশ

ভানুমতী। কোথা যাও কবি কালিদাস?

কালিদাস। 'কবি' বলি লজ্জা আর দিওনা আমারে—দেবি, মূর্খ আমি। অজ্ঞ, নিরক্ষর। আসি তবে রাণী সত্যবতী! আশীর্বাদ করি সুখী হও—

সত্যবতী। আশীর্বাদ?

হাসিলেন

ভোজের পুনঃপ্রবেশ

ভোজ। হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ করিবার অধিকারী তুমি কালিদাস। যেয়োনা—দাঁড়াও—সত্যবতী! এসো, এই দিকে—এসো—

ভোজ দু'জনের হাতে হাত দান করিলেন—আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল—শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি হইল

সত্যবতী। (সহসা ক্ষিপ্তার মত হাত সরাইয়া লইল) না, না, না। প্রতারিতা আমি—

ভোজ। সত্যবতী!

সত্যবতী। বিদ্রোহিণী আমি সত্যবতী। রাজার শাসনে কেন স্বীকার করিব—স্বামী মোর মহামূর্খ ওই কালিদাস? অন্তরের অনুমতি বিনা, আত্মদান করেনা রমণী।

ভোজ। সত্যবতী! রাজা আমি—এ বিদ্রোহ দমন করিতে —জানি।

সত্যবতী। (রাজার নিকট নতজানু হইয়া) শাস্তি দাও শাস্তি দাও রাজা! তবু আমি স্বীকার করিনা—স্বামী মোর হস্তীমূর্খ ওই কালিদাস!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পুষ্পবাটিকা

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—বিষ্ণুশর্ম্মার স্ত্রী ভারতী নিবিষ্টমনে মালা গাঁথিতেছিলেন। আশ্রম বালিকারা নৃত্যভঙ্গী সহকারে গাহিতেছিল

গান

রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ বাজে—
বাজে মঞ্জুল মঞ্জীর মধুছন্দা!
নাচে নব মঞ্জরী গুঞ্জন তানে
নাচে চঞ্চল অঞ্চল নিশিগন্ধা।
কম্পন জাগে চারু চম্পকবনে—
ললিত লুলিত লীলায়িত পবনে
নন্দন-চন্দন-বন-নন্দা।
উন্মাদ অন্তর মাঝে, মন্দ মন্দ নব মন্দিরা বাজে,
আজ জ্যোৎস্না নাচে ঘন আনন্দে রঙ্গে
উচ্ছল নদীজল তরঙ্গ ভঙ্গে, কিন্নরী-নিন্দিত-গীতিছন্দা।

সকলের প্রস্থান

গুণমণিকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ

গুণমণি। ওই দেখো, বিরহিনী মালা গাঁথিতেছে। বুড়ো তুমি—ওই মালা কার গলে দেবে? সে কথাটা জিজ্ঞাসা করোনা একবার?

ভারতী। নিজে আমি পরিব গলায়—

গুণমণি। ওই শোনো, কি বলিছে বৌ?

বিষ্ণুশর্ম্মা। ভারতী!

ভারতী। কি?

বিষ্ণুশর্ম্মা। কার তরে মালা গাঁথো তুমি?

ভারতী। বলেছি তো, নিজে আমি পরিব গলায়। অতি বৃদ্ধ তুমি স্বামী মোর—কিন্তু হে দেবতা, আমি তো তরুণী?

গুণমণি। অনাচার, এত অনাচার আমি সহিতে পারি না। এ-বৃদ্ধ বয়সে—কেন তুমি বিবাহ করিলে দাদা? কেন হলো দুর্ব্বুদ্ধি তোমার?

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ, চুপ্ কর্ গুণমণি! তোর মত মুখরার সাথে বাক্যালাপ করা সুকঠিন—

গুণমণি। বটে! মুখরা বলিয়া মোরে কর তিরস্কার? আর ভারতী তোমার—অতি শান্ত, অতি নম্র, অতি স্বল্পভাষী। আচ্ছা, দেখা যাক্—কোন্ ফুলে কোন্ ফল ধরে! তার পর এই গুণমণি, কোটিদেশে কাপড় জড়ায়ে, 'কুরুক্ষেত্র' করিবে নিশ্চয়—

প্রস্থান

হাসিতে হাসিতে ভারতী নিকটে আসিল

বিষ্ণুশর্ম্মা। হাসিতেছ কেন? ভারতী!

ভারতী। প্রভু! এ-বৃদ্ধ বয়সে—তুমি যদি বিবাহ করিলে, কেন তবে গুণমণি ভগিনী তোমার—করে নিত্য শিব-পূজা বৈধব্য পালন? তাহারেও বিয়ে দাও—লেঠা চুকে যাক্! থেমে যাক্ রণ-কোলাহল।

আড়াল হইতে শুনিয়া গুণমণির পুনঃ প্রবেশ

গুণমণি। বটে? আমারেও বিয়ে দেবে? ওলো কালামুখি! জিব্ তোর ছিঁড়ে ফেলে দেবো। আমি গুণমণি নারী সতীশিরোমণি—

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ! থাম্ গুণমণি,—ছি ছি ছি তুই মোরে, পাগল করিলি অকারণে—

গুণমণি। অকারণে? তাই নাকি? আচ্ছা, দেখা যাক্ কোন্ ফুলে কোন্ ফল ধরে—তার পর বোঝা যাবে ভারতীর কথা। —গুণমণি কচি খুকী নয়।

প্রস্থান

বিষ্ণুশর্ম্মার শিষ্য বিশ্বরূপ নামে ছদ্মবেশী বিক্রমার্ক প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিল

বিষ্ণুশর্ম্মা। এসো বৎস! বসো, বসো, এ পুষ্পবাটিকা অতি মনোরম। তোমাদের জননী ভারতী গড়েছেন নিজ হাতে—

ছদ্মবেশী বিক্রমার্ক ভারতীকে প্রণাম করিল না, বিষ্ণুশর্ম্মা তাহা লক্ষ্য করিলেন

বিশ্বরূপ! নহে কি ভারতী দেবী—প্রণম্য তোমার?

বিক্রমার্ক। ওঃ, ভুল হ'য়ে গেছে—

দূর হইতে নমস্কার করিল

বিষ্ণুশর্ম্মা। শোনো বৎস! মানব-জীবনে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ—পরে সন্ন্যাস-আশ্রমে শেষ জীবন যাপিবে—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়। অতি সূক্ষ্মদর্শী সেই আর্য্য ঋষিগণ, করেছেন এ ব্যবস্থা—উদার ও মহৎ—কল্যাণ-কামনা করি এ বিশ্ববাসীর।

বিক্রমার্ক। এ বিশ্ববাসীর?

বিষ্ণুশর্ম্মা। হ্যাঁ, এ বিশ্ববাসীর। সন্দেহ কি আছে কিছু তাতে?

বিক্রমার্ক। আছে গুরুদেব! শুধু মাত্র আর্য্যগণ বিশ্ববাসী নন্। ঘৃণিত ও উপেক্ষিত অনার্য্য সকল—তাহারাও বিশ্বে বাস করে। সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মে তাহাদের স্থান কোথা?

বিষ্ণুশর্ম্মা। গুণকর্ম্ম-বিভাগের ফলে—যেথানে নির্দ্দিষ্ট হবে তাহাদের স্থান—সেথানে থাকিবে তারা সমাজ-বন্ধনে। আর্য্যধর্ম্ম নহে অনুদার।

বিক্রমার্ক। কে করিবে যথাযোগ্য স্থানের নির্দ্দেশ, গুরুদেব?

বিষ্ণুশর্ম্মা। নিরপেক্ষ বিচারক—ক্ষেত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সমাজের শীর্ষস্থানে যাঁরা—

বিক্রমার্ক। আচ্ছা, যদি আসে এক অনার্য্য বালক-বিদ্যা-শিক্ষালাভের আশায় আপনারি কাছে, গুরুদেব! আপনি কি তারে—

বিষ্ণুশর্ম্মা। হ্যাঁ, আমি তারে সুবিচারে গ্রহণ করিব যথাস্থানে।

বিক্রমার্ক। উপনীত হবে সেই অনার্য্য বালক ?

বিষ্ণুশর্ম্মা। হ্যাঁ, কেন তা' হবে না ? লক্ষণাদি বিচারের ফলে—সংস্কার-যোগ্য যদি মনে করি তারে, আমি তার দ্বিজাতিত্ব করিব স্বীকার যথাবিধি উপনীত করি।

বিক্রমার্ক। গুরুদেব ! আমি এক অনার্য্য বালক বিশ্বরূপ মোর ছদ্মনাম—ব্যাধপুত্র আমি—কালকেতু !

বিষ্ণুশর্ম্মা। ব্যাধপুত্র তুমি—কালকেতু ! কেন তবে মিথ্যা পরিচয় দিয়াছ আমারে ?

বিক্রমার্ক। সত্যের মহিমা শুধু শুনি শাস্ত্রালাপে। কার্য্যক্ষেত্রে মিথ্যা চিরজয়ী। তাই আমি করিয়াছি গুরু-প্রতারণা। বিদ্যা-শিক্ষা লাভের আশায়।

বিষ্ণুশর্ম্মা। কি শিখেছ এত দিন আমার নিকটে ?

বিক্রমার্ক। শিখিয়াছি মিথ্যার কৌশল ! মুখে—নীতি, সদাচার, সত্যের মহিমা, প্রচার করিতে হবে মানব-সমাজে—কিন্তু কোনো কার্য্যকালে বাস্তব জগতে—মিথ্যা চাই, চাই কপটতা, এইটুকু শিখিয়াছি আমি এত দিনে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। ওঃ, সত্য তুমি তবে কালকেতু। বিশ্বরূপ নও। কী আশ্চর্য্য !

বিক্রমার্ক। গুরুদেব ! সত্যবাদী আমি কালকেতু ! কহিতেছি অনুভূত সত্য অকপটে ! ক্রমাগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ! সত্যে নিষ্ঠা, সত্যের প্রতিষ্ঠা—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মানি আমি মানব জীবনে। কিন্তু—শিক্ষা অর্থে বুঝিয়াছি—মিথ্যার কৌশল—

বিষ্ণুশর্ম্মা। (বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া) ব্যাধপুত্র তুমি কভু নও—তুমি কোনো ক্ষত্রিয় কুমার। অতি তীক্ষবুদ্ধি তুমি—অতীব মেধাবী, তাই প্রতি পদে তব, পতনের ভীতি। সাবধান—খুব সাবধান! চাতুর্য্যের আতিশয্য-হেতু প্রতিভারও অপকর্ষ ঘটে! বিশ্বরূপ—কালকেতু—যেবা তুমি হও—অনার্য্য কখনো নও—তাহা আমি জানি।

ভারতী নিকটে আসিলেন

ভারতী। কিছুই জানো না তুমি হে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! বিশ্বরূপ অনার্য্য রাক্ষস—প্রমাণ তাহার এই লিপিখানি পড়ো।

বিষ্ণুশর্ম্মা। কার লিপি? কে লিখেছে এ কদর্য্য ভাষা ভারতী, তোমারে?

ভারতী। বিশ্বরূপ!

বিষ্ণুশর্ম্মা। বিশ্বরূপ ওই কালকেতু! কী আশ্চর্য্য—কামান্ধ বর্ব্বর—গুরুপত্নী সাক্ষাৎ জননী! তারে তুই—

খড়ম ফেলিয়া মারিলেন—ভারতী বাধা দিল

বিক্রমার্ক। (খড়ম মাথায় লইয়া) গুরুদেব! শিরে ধরি পাদুকা প্রহার—জিজ্ঞাসা করিতে চাই প্রশ্ন আপনারে। কৌতূহল জাগিতেছে অন্তরে আমার—একটি প্রশ্নের তরে—

বিষ্ণুশর্ম্মা। কি?

বিক্রমার্ক। শুনিয়াছি আপনার মুখে—"ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও

বাণপ্রস্থ—পরে সন্ন্যাস-আশ্রমে শেষ জীবন যাপিবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়।" জিজ্ঞাস্য আমার—এ বয়সে আপনার এ কোন আশ্রম ?

বিষ্ণুশর্ম্মা। দূর হও—নির্লজ্জ যুবক !

বিক্রমার্ক। নির্লজ্জ যুবক, আমি ? হা হা হা—কিন্তু—হে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ! লজ্জারে দিয়াছে লজ্জা—ওই পক্ক কেশ—তরুণীর কৃষ্ণ কেশদামে। আসি তবে—পদধূলি এ পাদুকা তব—মস্তকে রাখিব চিরদিন !

প্রস্থান

বিষ্ণুশর্ম্মা। ব্যাধপুত্র কালকেতু—অনার্য্য বালক তার আচরণে তুমি দুঃখিত হ'য়ো না দেবি ! আমি অতি সমুচিত শাস্তি দেব তারে।

ভারতী। মূর্খ বিশ্বরূপ ধরা পড়িয়াছে আজ, ঘৃণ্য তার মনোভাব লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু নারী আমি—বুঝি দুষ্ট পুরুষের মন। আমারে রাখিয়া এই আশ্রমে তোমার—ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদান তরুণ যুবকে—সম্ভব হবে না কোনো দিন—আমি জানি।

বিষ্ণুশর্ম্মা। সে কি কথা ? ভারতী !

ভারতী। বিস্মিত হ'য়ো না—স্বামী ! তুমি তো বলেছ—সত্যে নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মানব-জীবনে ?

বিষ্ণুশর্ম্মা। কিন্তু, কিন্তু—তুমি—

ভারতী। আমি সতী ! আছে মোর দাবী—বিশ্ব-রমণীর

সমাজে—তেজোদৃপ্ত আত্ম-সম্মানের। অতএব হে স্বামী-দেবতা! তুমি মোরে পাঠাইয়া দাও পিতৃগৃহে, অবিলম্বে। আমি এক ষোড়শী যুবতী! বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা। আমারে ঘিরিয়া—নাচে নিত্য ক্ষুধাতুর-চোখের চাহনি—কদর্য্য, কুৎসিত অতি, অসহ্য আমার।

বিষ্ণুশর্ম্মা। বলো কি ভারতী? এত শাস্ত্র-শিক্ষাদান, নীতি উপদেশ, সদাচার, যুক্তিতর্ক—সব ব্যর্থ তবে?

ভারতী। সব ব্যর্থ! সুপবিত্র আশ্রমে তোমার, হে আচার্য্য! সব ব্যর্থ। ধমনীতে লীলায়িত শোণিত প্রবাহ—মদির-চঞ্চল এই উদ্দাম যৌবনে—ছিন্ন তৃণসম যত নীতি উপদেশ, ভেসে যায়। ভেঙে যায় সংযমের বাঁধ—মাত্র এক রমণীর ক্ষীণ দৃষ্টিপাতে। এ বড় নির্ম্মম সত্য।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আমিও যৌবনে—গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য করেছি পালন। গুরুপত্নী ছিল মোর সাক্ষাৎ জননী।

ভারতী। কিন্তু শুনি, হৃদয়-দেবতা! ছিল কি সে গুরুপত্নী আমারি মতন—বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা?

বিষ্ণুশর্ম্মা। (স্বগতঃ) বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা! না না না, ভারতী! অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আর করিব না। বলে দেব শিষ্যগণে—আশ্রম ছাড়িয়া যে যাহার ঘরে ফিরে যেতে।

গুণমণির প্রবেশ

গুণমণি। তবু তুমি ভারতীরে বিদায় দেবে না?

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ, গুণমণি!

গুণমণি। গুণমণি সহিতে পারে না। ওই দেখো দাদা! কালামুখী হাসিতেছে আমারে দেখিয়া। হাসি, হাসি, শুধু হাসি! একী অনাচার? ইচ্ছে করে—

ভারতী। (হাসিয়া) ইচ্ছে করে—শুভদিন, শুভ লগ্ন এক দেখি পাঁজি খুলে—তারপর শাঁখ বাজাইয়া—

গুণমণি। ওই শোনো দাদা!

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ! গুণমণি, তুই মোরে পাগল করিলি—

ভারতী। হে স্বামী-দেবতা! আমি আর থাকিবনা আশ্রমে তোমার। বৃদ্ধ তুমি, সে কারণে মানুষের চোখে—আমি যেন কত অপরাধী! পাঠাইয়া দাও মোরে—মোর পিতৃ-গৃহে।

গুণমণি। তাই দাও দাদা!

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ!

চোখ রাঙাইলেন

গুণমণি। ভেঙে দাও—এ পুষ্পবাটিকা! বিলাসিনী ভারতী তোমার, দূর হয়ে যাক্—অন্যদেশে। এত পুষ্প-গন্ধ আর এত রূপরাশি—কেন তুমি সহ্য করো এ-বৃদ্ধ বয়সে?

বিরক্তভাবে বিষ্ণুশর্ম্মার প্রস্থান

ভারতী। শোনো গুণমণি! বার্দ্ধক্য চাহে না কেহ, মৃত্যু বিভীষিকা—কাম্য নহে মানব-জীবনে। শুষ্কতরু চাহে মুঞ্জরিতে,

বসন্তের যাদুস্পর্শে। কেঁপে ওঠে সারা অঙ্গে পুলকস্পন্দন। জীবনের আয়োজন, মনে হয় যেন—নবীনের নিত্য উপাসনা।

মধুছন্দা নাচিতে নাচিতে গাহিল

গুণমণি। ও দাদা—দাদা—

প্রস্থান

গীত

মধুছন্দা। এসো, এসোহে নূতন !

আমার পুরাতনের শুক্‌নো ডালে।

ভারতী। এসো, এসহে সবুজ !

তোমার ফুলফুটানো অবুঝ তালে।

এসহে, স্বপনমাঝে—হারানো ধন !

পুলকভরা নূতন জীবন।

আজি এই ব্যথার কাঁদন শেষ হবে মোর—

ফুটবে হাসি গোলাপ-গালে।

মধুছন্দা। লেগেছে—বেলা-শেষে—নূতন দেশে—

নূতন হাওয়া—আমার পালে।

ভারতী। আমার এ মন মাতানো—যে গান গুলি

হায় এতদিন ছিলাম ভুলি'

মধুছন্দা। আজি কি, নূতন হয়ে উঠবে বেঁচে—

পুরাতনের-মরণ কালে।

মধুছন্দা নাচিতে নাচিতে ভারতীর কোলে মাথা রাখিয়া হাসিতে লাগিল

গুণমণি ও বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ

গুণমণি। এত অনাচার—আমি সহিতে পারি না। নৃত্যগীত নিশিদিন, যেন রঙ্গালয়। আর, ভারতী তোমার, যেন প্রধানা-নায়িকা!

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ চুপকর্ গুণমণি—তুই মোরে পাগল করিলি!

ভারতী। (মধুছন্দার হাত ধরিয়া বিষ্ণুশর্ম্মার নিকটে আসিল) স্বামী! হৃদয়-দেবতা! আসি তবে—

প্রণাম করিল

বিষ্ণুশর্ম্মা। (অস্থিরভাবে) কোথা যাবে? কোথা যাবে তুমি—

ভারতী। অভিনয় শেষ করি নায়িকাপ্রধানা—কোথা যায়—জানে গুণমণি। (হাসিল) শুভদিনে শুভলগ্নে ফিরিয়া আসিব—যদি কভু গুণমণি তব—

হাসিল

গুণমণি। কালামুখী, জিব্ ছিঁড়ে দেব—

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ একী জ্বালাতন। শোনো ভারতী আমার, অন্ধকার আসিবে ঘনায়ে, তুমি যদি ছেড়ে যাও মোরে। নয়নের শেষদীপ্তি, তুমি সুহাসিনী—নিভায়ে দিওনা আজি—ঘৃণার ফুৎকারে। তব কোলে মাথা রাখি মরিব যখন, ঘৃণা তুমি করিও

না—এই অনুরোধ! দারিদ্র্য-পীড়িত এই সাহিত্যসেবীরে—মৃত্যুপরে সমাদর করিবে সকলে—বহুদিন বেঁচে রবে বিষ্ণুশর্ম্মা-নাম! কিন্তু এই বিষ্ণুশর্ম্মা দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেঁচে আছে—বেঁচে আছে তব অনুগ্রহে, দেবি! জীবনের সরসতা করি আস্বাদন—মরণের—ধ্রুব যাত্রা-পথে—

ভারতী। ক্ষমা করো, স্বামী! আমি তব—দাসী শ্রীচরণে।

পদতলে অবনত হইল বিষ্ণুশর্ম্মা বক্ষে তুলিয়া লইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বনপথ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—উদ্‌ভ্রান্ত কালিদাস গান গাহিয়া পথ চলিতেছিলেন—

কালিদাস— গান

পথ মোরে ডাকে দূরে—মন বলে ফিরে আয়।
ওরে অশান্ত ওরে পথ-ভোলা বঞ্চিত নিরুপায়!
দূরে ডাকে মোরে তারকার আঁখি
সুদূরের পাখী করে ডাকাডাকি—
বন-মর্ম্মর, নদী-কলতান—সকরুণ গীতি গায়
—ফিরে আয়! ফিরে আয়

ভোজেশ্বরের হাত ধরিয়া ভানুমতীর প্রবেশ

ভানুমতী। বাবা! ওই সেই—

ভোজ। (লক্ষ্য করিয়া) কালিদাস!

কালিদাস। কে? কে আপনি? রাজা ভোজেশ্বর?

প্রণাম করিল

ভোজ। কোথা তুমি থাকো, কালিদাস?

কালিদাস। পথে পথে। পথিকের নিঃসঙ্গ জীবন—লক্ষ্যহীন—অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য আমার। নিজেই জানিনা আমি, কবে কোথা থাকি।

ভানুমতী। দেখা কি করনি আর সত্যবতী সাথে?

কালিদাস। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না।

ভানুমতী। বাবা! সঙ্গে করি নিয়ে চলো ওঁকে—

ভোজ। যাবে কালিদাস?

কালিদাস। কোথায়?

ভোজ। সত্যবতী-গৃহে?

কালিদাস। না।

ভানুমতী। কেন কালিদাস? চিরদিন—সে তোমারে ঘৃণা করিবে না, একথা নিশ্চয়। তুমি তার স্বামী—তুমি তার ধর্ম্ম এজগতে। তুমি তার নারীত্বের প্রতিষ্ঠা-গৌরব, শাস্ত্রমতে। একথা সে নিশ্চয় বুঝিবে।

কালিদাস। শাস্ত্র আমি পড়িনি কখনো। । ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠ-গৌরব—মূর্খ আমি—কিছুই বুঝি না। বুঝি শুধু প্রাণের

স্পন্দন! প্রাণ হতে প্রাণান্তরে মানবের মন—কোন্ সূক্ষ্ম সূত্র ধরি করে আনা-গোনা? দেবি ভানুমতি! তোমার ও-নয়নে যদি জলবিন্দু দেখি, কেন মোর আঁখি দুটি জলে ভ'রে ওঠে? বলিতে কি পার দেবি! স্নেহার্দ্র জননী—কোন্ সুখস্পর্শ লাগি সন্তানে তাহার—চেপে ধরে বক্ষের পঞ্জরে?

ভোজ। কালিদাস! তুমি মূর্খ নও।

কালিদাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মূর্খ আমি—একথা নিশ্চয় স্বীকার করিব—রাজা! সকলের কাছে। কিন্তু কেন তৃণে তৃণে—জাগে শিহরণ! পুষ্পে পুষ্পে গন্ধ, আর ফলে ফলে রস, বনপাখী ঢালে তার সুস্বর-লহরী—প্রাণের প্রাচুর্য্য হেরি প্রকৃতির বুকে! জীবন কি শুধু সুখ-স্বপনের মত—মানুষের কল্পনা-বিলাস?

ভানুমতী। (হাত ধরিয়া) চলো কালিদাস—আমি তোমা নিয়ে যাব সত্যবতী-গৃহে।

কালিদাস। (হাসিয়া) কেন? দেবি! আর কত মূর্খতার পরিচয় দেব—সে বিদুষী-রমণীর কাছে? থাক্ কাজ নেই।

ভানুমতী। না, না, একবার সঙ্গে চলো মোর। আমি শুধু দেখিব দাঁড়ায়ে, কেমনে—তাড়ায়ে দিতে পারে সত্যবতী—তোমা হেন আত্মভোলা প্রেমিক-প্রধানে।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। মহারাজ! আপনি এখানে?

ভোজ। হ্যাঁ, কেন? কি চাই তোমার?

বিদূষক। আমি কি চাহিব মহারাজ? এসেছেন গুণমণি দেবী—আপনার সাক্ষাৎ মানসে—আসুন এদিকে—

ভানুমতী। বাবা! কালিদাসে সঙ্গে করি নিয়ে যাই আমি? সত্যবতী বহুক্ষণ অপেক্ষা করিছে—ওই সরোবর-কূলে।

ভোজ। যাও—

ভানুমতী। এসো কালিদাস।

উভয়ের প্রস্থান

গুণমণির প্রবেশ

বিদূষক। ইনি দেবী গুণমণি—বিষ্ণুশর্ম্মা-পণ্ডিতের ভগ্নী-সহোদরা!

ভোজ। মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মা—আছেন কুশলে?

গুণমণি। মতিচ্ছন্ন বিষ্ণুশর্ম্মা—ঘোর অনাচারী, বুদ্ধিনাশ ঘটিযাছে তার। পণ্ডিতের পরিচয় কিছু নাহি আর। ষোড়শী যুবতী ভার্য্যা, গৃহে আনিয়াছে—আপনার সর্ব্বনাশ-হেতু। প্রতি কার্য্যে দেখিতেছি উন্মাদ-লক্ষণ, ঘৃণিত সে আচরণ অসহ্য আমার।

ভোজ। আমি কি করিতে পারি দেবি?

গুণমণি। বন্দী করি রাখো কারাগারে—তুমি রাজা, সমাজের কর্ণধার তুমি! তোমার দায়িত্ব আছে—সমাজ-রক্ষার।

ভোজ। সমাজের কোন্ ক্ষতি করিলেন তিনি?

বিদূষক। আমি বলিতেছি—মহারাজ! পক্ককেশ বিষ্ণুশর্ম্মা প্রবীণ বয়সে—পীড়ন করেছে এক নবীনার পাণি। তা'দেখি,

প্রবীণা কোনো মহীয়সী নারী করে যদি নবীনের প্রণয়-প্রার্থনা ! কি হবে উপায় ? নাতি বা নাতিনী আছে সকলের ঘরে। বৃদ্ধ যদি নৃত্য করে নাতিনীর সাথে—বৃদ্ধা কেন নাচিবে না ? এই কথা কহিছেন দেবী গুণমণি।

গুণমণি। কী ! তুমিও কি কালামুখী ভারতীর মত আমারে কহিবে কটু কথা ?

বিদূষক। কী আশ্চর্য্য ! মহারাজ করুন বিচার—এছাড়া সমাজে আর কোন্ অনাচার বিষ্ণুশর্ম্মা হইতে সম্ভব ?

ভোজ। বুঝিলাম গুণমণি দেবী ! অভিযোগ আপনার নহে ভিত্তিহীন। সমাজের ইষ্টানিষ্ট ভাবিয়া দেখিলে, বিষ্ণুশর্ম্মা করেছেন গুরু অপরাধ—

বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ

বিষ্ণুশর্ম্মা। (অতি উত্তেজিত ভাবে) বিষ্ণুশর্ম্মা—করেছেন গুরু-অপরাধ ? (রাজা প্রণাম করিলেন) তুমি তারে শাস্তি দেবে রাজা ? সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরি, সাহিত্য-সাধনা—করিয়াছে বিষ্ণুশর্ম্মা এই আর্য্যভূমে। করে নাই রাজবৃত্তি-প্রত্যাশা কখনো। কোনো দিন আসে নাই তোমার নিকটে—একমুষ্টি তণ্ডুলের লাগি। আজি তুমি শাস্তি দেবে তারে ?

ভোজ। হে মনীষী ! (করজোড়ে) ক্ষমা কর অপরাধ মোর।

বিষ্ণুশর্ম্মা। সাহিত্য-সাধনারত জীবনে আমার—বিবাহের প্রয়োজন বুঝি নাই কভু। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যাহা-কিছু পরিতৃপ্তি

মোর—জাগ্রত যৌবনে যত বাসনা-কামনা—নিয়োজিত ছিল সবই সাহিত্য-সেবায়।

ভোজ। জানে তাহা তব দেশবাসী—

বিষ্ণুশর্ম্মা। হ্যাঁ, জানে। কিন্তু এই গুণমণি জানিতে চাহেনা—ভারতীর সেবাযত্ন কেন চাহি আমি? কে সেই ভারতী? আমারি সাধনা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে—বৃদ্ধকালে আসিয়াছে আমার নিকটে। আনিতেছে ওপারের আনন্দ-সংবাদ—অসহায় যাত্রাপথে মোর।

ভাবাবিষ্ট হইলেন

গুণমণি। রাজা! রাজা! রাজবৈদ্যে ডাকো একবার—দেখাও তাহারে। সে যদি সারিতে পারে—দুরারোগ্য ব্যাধি!

বিষ্ণুশর্ম্মা। ওরে গুণমণি! (হাসিয়া) তুই মোরে পাগল করিলি। তোর তরে হলো মোর অতিষ্ঠ জীবন—মরণ কামনা করি নিশিদিন আমি।

কপালে করাঘাত করিয়া প্রস্থান

গুণমণি। চলে গেল? তুমি তারে—রাখিলেনা শৃঙ্খলিত করি—রাজবৈদ্য দেখিল না তারে? রাজা!

বিদূষক। চলো দেবি! রাজবৈদ্য তোমারে দেখিবে। তোমারে চিকিৎসা করি, দাদারে তোমার—সহজে আরোগ্য-করা সম্ভব হইবে।

গুণমণি। কি বলিছ বাতুলের মত?

বিদূষক। পারে, রাজবৈদ্য পারে। এক রক্তে জন্ম যাহাদের—তাহাদের চিকিৎসা সহজ। একহাঁড়ি অন্ন যদি সিদ্ধ হ'য়ে যায়—রাঁধুনী তা' টের পায় একটি টিপিয়া। দিদিরে চিকিৎসা করি, দাদারে বাঁচানো, আয়ুর্ব্বেদ-মতে অতি সোজা। কি বলেন—মহারাজ ?

ভোজ। শোন বিদূষক, আজি সঙ্কল্প আমার। মনে মনে করিলাম স্থির—মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মা দেশের গৌরব, তার স্মৃতিরক্ষা-হেতু "ভারতী-মন্দির" প্রতিষ্ঠিত হবে রাজ্যে মোর। কত রাজা আসে হায—কত রাজ্যপাট—মুছে যায় মানুষের স্মৃতিপট হতে। কিন্তু কোনো ধ্যানমগ্ন সাহিত্যসেবীরে ভোলে নাই, ভুলিবে না, মানব-সমাজ—যতদিন রবে তার সভ্যতার দাবী।

গুণমণি। (সবিস্ময়ে) প্রতিষ্ঠিত হবে এক ভারতী-মন্দির ? কালামুখী ভারতীরে, কেন তুমি আরো স্পর্দ্ধিতা করিবে—রাজা !

বিদূষক। তুমিও রহিবে দেবি ! জ্বালামুখীরূপে—কালামুখী ভারতীর পাশে। বিঘূর্ণিত শতমুখী হাতে লয়ে তুমি, নাচিবে তাথৈ থৈ—দ্রিমি দ্রিমি তালে—করিবে সাহিত্যসৃষ্টি—পূর্ণ ষোল-কলা ! সে আনন্দ-সুধারসে—উজ্জয়িনীবাসী তোমারেও পূজা করি—ধন্য হবে, দেবি !

গুণমণি। বুঝিয়াছি—রাজা তুমি নিজেই উন্মাদ ! নতুবা প্রতিষ্ঠা করি 'ভারতী-মন্দির'—কেন এই সর্ব্বনাশ করিবে আমার ? কালামুখী ভারতী কি যাদুমন্ত্র জানে ?

ভোজ। মনে হয় জানে। নতুবা যে বিষ্ণুশর্ম্মা চির-অচঞ্চল—

চির-ঔদাসিন্ত আর তিতিক্ষার বলে—যৌবন যাপিল মুক্ত তাপসের মত—তার কেন ঘটিল এ বিষয়-বন্ধন? কামিনীর কমনীয় কণ্ঠ আলিঙ্গন, কেন চাহে বিষ্ণুশর্ম্মা এ বৃদ্ধ বয়সে? যাদুমন্ত্র জানে সে ভারতী! তাই আমি রাজ্যে মোর—"ভারতী মন্দির" প্রতিষ্ঠা করিব সযতনে—বিষ্ণুশর্ম্মা স্মৃতিরক্ষা হেতু! আসি—নমস্কার।

প্রস্থান

গুণমণি। বুঝিয়াছি রাজা। ষোড়শী রূপসী সেই মোহিনী ভারতী—তোমারেও করিয়াছে—ভ্যা, ভ্যা, গঙ্গারাম!

প্রস্থান

বিদূষক। উঃ! বাঁচা গেল বাবা, গুণমণি যেন ঘূর্ণীবায়ু! পরমায়ু থাকিতেও প্রাণ ওষ্ঠাগত—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ঘূর্ণীরূপেন সংস্থিতা—
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

অন্যদিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সত্যবতীর শয়ন কক্ষ

কাল—রাত্রি

দৃশ্য—নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে কক্ষটি সুসজ্জিত। কালিদাসের আগমন-প্রতীক্ষায় ভানুমতী স্বহস্তে সত্যবতীকে "পুষ্পরাণী" সাজাইয়াছেন। অনুরাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহার হাতখানি ধরিয়া গাহিতেছেন—সখিগণ নৃত্য করিতেছে—

গান

যৌবন যারে সাজায়েছে সখি, অনুপম শত বরণে—
নব মঞ্জরী রূপময়ী, তারে সাজাব কি আর আভরণে?
নয়ন স্বপন-কাজলে আঁকা
অধরে হাসির আদর মাখা.
নব অনুরাগ সাতনরী হার দোলে বুকে নব ধরণে।
সিঁথিতে সোহাগ-সিঁদুর জাগে,
লাজের লালিমা কপোলে লাগে।
প্রেমিকের প্রিয় পরাণ—নূপুর
বাধা চঞ্চল চরণে।

গানান্তে সত্যবতী ফুলমালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—বলয় ও কঙ্কন খুলিয়া ফেলিলেন

সত্যবতী। না, না, না, ভানুমতী! সহিতে পারিনা এই বন্ধনের জ্বালা। হোক্ ফুলমালা, তবু বন্ধন—বন্ধন। আত্ম-নিবেদন করি ঘৃণ্য প্রতারকে—সাজিবে কি কুলবধূ, দলিতাফণিনী?

ভানুমতী। কালিদাস প্রতারক নয়, সত্যবতী! মিথ্যা এই অভিযোগ তোর। অনুরোধ মোর, তারে তুই ক্ষমা কর—সে যে তোর স্বামী!

সত্যবতী। "স্বামী! প্রভু! প্রাণেশ্বর—হৃদয়বল্লভ! আমি তব দাসী শ্রীচরণে!" একথা বলিতে কভু কোনো পুরুষেরে, পারিবেনা—রাণী সত্যবতী।

ভানুমতী। রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম "পতিপদ-সেবা"—

সত্যবতী। পুরুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—"পত্নীপদ—সেবা!" আমি যদি এই কথা বলি—কে করিবে তার প্রতিবাদ?

ভানুমতী। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে—

সত্যবতী। মূর্খ তুই ভানুমতী! ধর্ম্মশাস্ত্র তোর—পুরুষের নারী-নির্য্যাতনে চিরদিন করে সহায়তা! ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারী পুরুষের দল—মিথ্যাচারী, ভণ্ড, প্রতারক।

ভানুমতী। কিন্তু সেই পুরাণের কথা? শৈলসুতা-পার্ব্বতীর পতিপদ-সেবা? অনাহারে অনিদ্রায় কত যুগ ধরি কী কঠোর তপঃক্লেশে নগেন্দ্রনন্দিনী পরিতুষ্ট করিলেন দেব আশুতোষ?

সত্যবতী। জানি, জানি ভানুমতী—জানি সে কাহিনী। কেন শেষে আশুতোষ ভোলা দিগম্বর? শক্তিরূপা শিবানীর পদপ্রান্তে পড়ি—সহ্য করে পদাঘাত নিজে বুক পেতে। তাই বড়

ইচ্ছা করে—রুদ্রাণী সাজিয়া নৃত্য করি পুরুষের বুকের উপরে—চূর্ণ করি দম্ভ আর অহঙ্কার তার, বামপদাঘাতে।

ভানুমতী। (হাসিয়া) উন্মাদিনী তুই সত্যবতী!

সত্যবতী। পুরুষের প্রতারণা হেরি চারিদিকে। নারী যেন সৃষ্ট তার প্রয়োজন-হেতু! কেন? দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, সাহিত্য চর্চ্চায়—পুরুষের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিস্তৃত ভারতে। দিকে দিকে ওড়ে তার বিজয়-পতাকা! নারী কেউ নয়? যেন কত নিস্ব ভিখারিণী—লালায়িত পুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভে। কেন এত পরাজয় রমণীর ভালে আঁকে নিত্য স্বার্থপর—দাম্ভিক-পুরুষ?

ভানুমতী। (হাসিয়া) কোথা পরাজয়? আমি দেখিতেছি যেন রমণীর পরাজয়—পুরুষের কাছে, জয়-যাত্রা-পথে তার—প্রথম-সোপান! পুরুষের শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি—যা কিছু জগতে—কে না জানে—তার মূলে নারীর ইঙ্গিত?

সত্যবতী। কাব্য তাই বলে। কিন্তু ভানুমতী! আপনার বলবীর্য্য-মাদকতা দিয়ে—রমণীরে অঙ্কশায়ী করিয়া পুরুষ, করিতেছে নিত্য তার প্রাধান্য-প্রচার! কেন নারী অসহায়া লজ্জাসঙ্কুচিতা, জীবন প্রভাতে নব যৌবন উন্মেষে?

ভানুমতী। কিন্তু সত্যবতী! জানি একথা নিশ্চয়—ভিন্ন উপাদানে গড়া নারী ও পুরুষ।

সত্যবতী। উপাদান-ভেদ আমি স্বীকার করিনা। অস্থি-মজ্জা, রক্ত-মাংস, রমণীর দেহে—নহে কম পুরুষের চেয়ে। জগতের শক্তি-উৎস রমণীর বুকে! সৃষ্টিরে সজীব রাখে

যার স্তন্যধারা, সেই নারী শক্তিহীনা? কেন? কেন তার এত পরাজয়—

পুষ্পসাজে সজ্জিত কালিদাসের প্রবেশ

কালিদাস। জননীর পরাজয় সন্তানের কাছে, জগতের কল্যাণ সাধিতে। আপন অন্তর তার পরাজিত করে—স্বামী, পুত্র, প্রিয়জন—সকলের কাছে।

সত্যবতী ঘৃণাভরে অন্যদিকে চাহিয়া ক্রোধে ফুলিতে ছিলেন—
ভানুমতী ধীরে বাহির হইয়া গেলেন

সঙ্কুচিত কালিদাস ও ক্রুদ্ধা সত্যবতী কিছুক্ষণ দুই জনেই দুই দিকে,
চাহিয়া রহিলেন—হঠাৎ সতীবতী অসহ্য যন্ত্রণা প্রকাশ
করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

সত্যবতী। কেন আসিয়াছ তুমি? কি চাই তোমার?

কালিদাস। শুনিলাম অন্তরালে বসি—পুরুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম 'পত্নী পদসেবা'—তাই আমি পদসেবা করিতে এসেছি। আমি তব অধম সেবক।

সত্যবতী। ঘৃণ্য প্রতারক! যাও দূর হ'য়ে যাও—তোমারে হেরিয়া মোর সারা অঙ্গ যেন—জ্বলিতেছে—অতি উগ্র বিষের জ্বালায়!

কালিদাস। সত্যবতী! তুমি মোর গলে দেছ মালা—আমি তোমা ধর্ম্ম মতে বিবাহ করেছি—

সত্যবতী। বিধবা হয়েছি আমি বিবাহের সাথে।

কালিদাস। তুমি মোর পরিণীতা বধূ—

সত্যবতী। জানি, জানি, ওগো বর! ওগো শ্রেষ্ঠ—পুরুষ-পুঙ্গব! সত্যবতী বধ্য নাহি হবে কোনোদিন—পুরুষের অধীনতা করিয়া স্বীকার।

কালিদাস। রাণী! রাণী!

সত্যবতী। সাবধান নির্লজ্জ পুরুষ! স্পর্শ করিওনা মোরে—আমি সত্যবতী!

কালিদাস। সত্যবতী! সত্য কহিতেছি—আমি, ভালবাসি তোমা——

সত্যবতী। ভালবাসা কোন্ বস্তু? কোথা জন্ম তার? তাহা তুমি কিছুই জানো না। ভালবাসা ভান করি হে ধূর্ত্ত পুরুষ! তুমি চাও যৌবনের ক্ষুধা মিটাইতে। তুমি চাও—শার্দ্দুলের দন্ত নিষ্পেষণে, হরিণীর হৃদ্‌পিণ্ড চর্ব্বণের সুখ! চুম্বন করিছে সর্প ভেকের বদন—মরণের ভালবাসা জানাইয়া তারে। তার নাম ভালবাসা! অতি নীচ স্বার্থ—ভালবাসা! যাও—দূর হও—

কালিদাস। (নতজানু হইয়া) রাণী! সত্যবতী! অধিকার দাও মোরে—চরণ-সেবার। কিছুই চাহিনা আর—আমি এ জীবনে।

সত্যবতী। রমণীর পদাঘাতে লাঞ্ছিত-ললাট—না-হলে কি যাবে না এ-গৃহ হতে মোর?

কালিদাস। চলিলাম—দেবি! পদাঘাতে লাঞ্ছিত ললাটে। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও—

সত্যবতী। আশীর্ব্বাদ! বার বার করিতেছ আশীর্ব্বাদ মোরে—প্রভুত্বের দাবী জানাইয়া। অধিকার চাহিতেছ চরণ-সেবার। কিন্তু কই—মাথা হেঁট করি একবার, প্রণাম করিতে কেন পারনা আমারে?

কালিদাস। পারি—কিন্তু করিব না আর-কোনো অকল্যাণ তব। দেবি! আসি তবে—বার বার করি আশীর্ব্বাদ—সুখী হও 'তুমি সুখী হও'।

প্রস্থান

সত্যবতী। আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ! আমার প্রণম্য পতি-পরম-দেবতা—এসেছেন প্রতারণা করিতে আমারে—শুভ আশীর্ব্বাদে।

ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন

ভীত ও বিষণ্ণভাবে ভানুমতীর প্রবেশ

ভানুমতী। কি করিলি, সত্যবতী! পতি দেবতারে—পদাঘাতে দিলি তাড়াইয়া?

সত্যবতী। হ্যাঁ—প্রতারক পুরস্কৃত হলো পদাঘাতে।

ভানুমতী। রমণীর ইহকাল পরকাল স্বামী! তারে তুই পদাঘাত—করিতে পারিলি? ছি ছি, সত্যবতী! একদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া—অন্ধ হবে ওই দুটি আয়ত নয়ন, লুটায়ে পড়িবি তার চরণ যুগলে—শিথিল শরীরে—শুধু ক্ষমা ভিক্ষা চাহি।

সত্যবতী। চুপ্ কর ভানুমতী! এত ভাগ্যবান কেহ নাহি এ জগতে—বাম-পদে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ললাটে যাহার সত্যবতী সুখস্পর্শ দেবে।

ব্যস্তভাবে পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। রাণীমা! রাণীমা!

সত্যবতী। কি?

পরিচারিকা। পথ-পার্শ্বে মুহ্যমান রক্তাক্ত শরীরে পড়ে আছে যুবা এক। মনে হয় যেন—কেহ তারে অন্ধকারে আঘাত করেছে।

সত্যবতী। কে সে?

বিস্মিত হইল

পরিচারিকা। কেমনে বলিব বলো? অন্ধকার কিনা, তাই তারে চিনিতে পারিনি।

ভানুমতী। বুঝি কালিদাস! সত্যবতী! ছি, ছি, ছি—রমণী কি হ'তে পারে এত প্রাণহীনা? অন্ধকার—তামসী রজনী—যাই আমি নিয়ে আসি তারে।

প্রস্থান

সত্যবতী। রক্তাক্ত শরীর! কেন? কে তাহারে করিল আঘাত? তবে কি সে—আত্মঘাতী!

একজন রক্ষীর স্কন্ধে দেহভার অর্পণ করিয়া রক্তাক্ত দেহে বিক্রমার্কের প্রবেশ

বিক্রমার্ক। কালিদাস প্রতারণা করেনি তোমারে। দেবি! করিয়াছি আমি বিক্রমার্ক—অতি ধূর্ত্ত নীচাশয়। প্রতিশোধ

যদি মোর প্রতারণা হয়, আমিও হয়েছি প্রতারিত। দেবি, এ পৃথিবী প্রতারণাময়! দুঃখ কিবা তাতে? আঘাতে আঘাতে দেহে দৃঢ়তা বাড়িবে। প্রতিঘাত বজ্রমুষ্টি মোর, উদ্যত রহিবে চিরদিন।

সত্যবতী। তুমি বিক্রমার্ক? একি দুর্দ্দশা তোমার? কে করেছে—আঘাত তোমারে? ভানুমতী! মুছে দে, মুছে দে রক্ত-লেখা—রক্তাপ্লুত বদন-মণ্ডল।

বিক্রমার্ক। (চম্‌কিয়া) ভানুমতী! কোন্ ভানুমতী দেবি?

সত্যবতী। ভোজরাজ-কন্যা ভানুমতী।

বিক্রমার্ক। ও, তিনিও এখানে? হা হা হা—বুঝিলাম—রাজরোষে নিশ্চয় মরণ! তবু আমি সেবা চাই—যত্ন চাই—অবসন্ন-দেহে। কাল প্রাতে যা' ঘটে ঘটুক। রাজকন্যা কাছে এসো—ব্যাঘ্র নই আমি, ওগো, আমিও মানুষ!

শয্যায় উপবেশন করিলেন

ভানুমতী লজ্জিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল বিক্রমার্ক সেইদিকে মুগ্ধভাবে চাহিল

যেন এক চকিতা হরিণী! যুগ যুগ ধরি মোরা হিংস্র পুরুষ—কত ভয় দিছি রমণীরে। তাই তারা—দূরে থাকে সলজ্জ-সঙ্কোচে। দেবি! এসো, এসো, কাছে এসো মোর—মুছাইয়া দাও রক্ত-লেখা। আমি আর্ত্ত—বিপন্ন পথিক!

অর্দ্ধশায়িত হইলেন

সত্যবতী। বিক্রমার্ক! কেন তুমি আহত এভাবে?

বিক্রমার্ক। বৃদ্ধের তরুণীভার্য্যা গুরুপত্নী মোর। দুষ্টবুদ্ধি একদিন জাগিল মস্তকে—লিখিলাম প্রেমপত্র অতি সঙ্গোপনে—তাহার নিকটে। উদ্দেশ্য আমার—সত্য কহিতেছি শোনো—চিনিতে পারিনি আমি—কে সেই ভারতী! কেন বা সে নৃত্যগীতে মুখরিত রাখে—আশ্রম প্রাঙ্গণ—বৃদ্ধ বিষ্ণুশর্ম্মা তরে।

সত্যবতী। তারপর?

বিক্রমার্ক। তারপর আমি অপরাধী। শিষ্যগণ সকলে মিলিয়া—আজি মোরে করিয়াছে নির্ম্মম প্রহার! উঃ বড় ব্যথা বাজিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে আমার—দাও মোরে—পিপাসার জল!

ভানুমতী পাখার বাতাস করিতেছিল—পরিচালিকা জল দিল

আঃ! গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য ভূমিশয্যা পরে—আর এই সুকোমল কুসুম শয়ন। সত্যবতী! আজি বুঝি ফুলশয্যা তব? কিন্তু কালিদাস কই? মূর্খটাকে দিয়াছ তাড়ায়ে? হা হা হা—

সত্যবতী। বিক্রমার্ক! তুমিও তো কম মূর্খ নও—

বিক্রমার্ক। আমি মূর্খ? কেন?

সত্যবতী। তুমি যারে করিয়াছ এত অপমান—তার গৃহে আসিয়াছ—শুশ্রূষার লাগি—কি সাহসে?

বিক্রমার্ক। সাহস—তুমি যে নারী! (হাসিল)

উঠিয়া বসিল

ভানুমতী! এসো কাছে—আরো কাছে এসো। বলয়িত সুকোমল হাতখানি তব—রাখো মোর উত্তপ্ত ললাটে। শুনিয়াছি—তুমি মোরে ভালবাসিয়াছ। কিন্তু কেন? আমি অতি অবিনয়ী, উদ্ধত যুবক—পরিত্যক্ত, সমাজের আবর্জ্জনা আমি। আমারে কখনো কেহ কোনো সমাদর—করেনি তো এজীবনে? তুমি মোরে কেন ভালবাসো ভানুমতী—রাজরোষে ঘটাইতে মরণ আমার? তব সেবা তব যত্ন—অমূল্য সম্পদ মোর। হয়তো বা মূল্য দিতে হবে—অসির আঘাতে, প্রতি রক্তবিন্দু বিনিময়ে। তুমি কি জাননা তাহা দেবি?

ভানুমতী। জানি, তুমি সুখে নিদ্রা যাও—আমি তব পদসেবা করি।

পদধারণ করিল

বিক্রমার্ক। রাজকন্যা পদসেবা করিবে আমার? সত্যবতী! একি স্বপ্ন? না, না, মা—আমি পালাবো এখুনি—নতুবা—

শয্যা হইতে নাবিয়া আসিলেন

নতুবা—এই স্বপ্ন ভেঙে যাবে! মুছে যাবে বিক্রমার্ক ধরাপৃষ্ঠ হতে চিরতরে। হে মোর কল্যাণী! মৃত্যুরে ডাকিছ তুমি—শিওরে আমার—বাঁচিবার আগ্রহ বাড়ায়ে। সত্য যদি তুমি মোরে ভালবাসো দেবি! বাঁচিব—বাঁচিব আমি—যে উপায়ে পারি—

সহসা ভোজরাজকে সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল

ভোজ। বিক্রমার্ক! কালিদাস কোথা?

ভানুমতী। সত্যবতী পদাঘাতে দিয়াছে তাড়ায়ে কালিদাসে।

ভোজ। দিয়াছে তাড়ায়ে! তবে এই ফুলশয্যা কার?

সত্যবতী। আমার।

লজ্জিতা হইল

ভোজ। তোমার? কি বলিতে চাও তুমি? এ অজ্ঞাত কুলশীল দুষ্টবুদ্ধি যুবা—কেন আসিয়াছে হেথা? ভোজরাজ কন্যা ভানুমতী—অনূঢ়া—কুমারী! যার পাণিগ্রহণের তরে লালায়িত ভারতের রাজন্য সকল, তার গুপ্ত প্রণয়-কাহিনী প্রচারিত হয় যদি রাজ্যমাঝে মোর—কেমনে দেখাবো মুখ—মানব সমাজে?

বিক্রমার্ক। রাজা!

ভোজ। চুপ্—হত্যা আমি করিব তোমারে, নিজ হাতে—

বিক্রমার্ক। করি আমি বিচার-প্রার্থনা—মহারাজ! মৃত্যুদণ্ড দাও মোরে প্রকাশ্য বিচারে। নহে রাজকন্যা মোর গুপ্ত-প্রণয়িনী! মিথ্যা এই অভিযোগ তব। মিথ্যা এই কলঙ্ক-কাহিনী—লোকমুখে সত্য হ'য়ে রহিবে বাঁচিয়া—আমি যদি মরি অবিচারে!

রাজা ক্রোধে তরবারি বাহির করিতে উদ্যত হইলেন—সত্যবতী
সানুনয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল
ভানুমতী মূর্চ্ছিতা হইল

ভোজ। হাত ছেড়ে দাও—সত্যবতী!

সত্যবতী। উন্মাদ হ'য়ো না রাজা! ভানুমতী মূর্চ্ছিতা চরণে!

বিক্রমার্ক। আগে হত্যা করো তবে কন্যারে তোমার। তারপর বিক্রমার্ক-শোণিতে তর্পণ করিলে আনন্দ পাবে—অপার আনন্দ! হা হা হা—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সরোবর কূল।

কাল—অরুণালোক উদ্ভাসিত প্রভাত।

দৃশ্য—দূরে সরোবর-কূলে দাঁড়াইয়া কালিদাস আরক্ত সূর্য্যকে প্রণাম করিল, তারপর গাহিতে লাগিল—

গান

মরণ রে! মরণ রে!
সুশীতল তব কোলে তুলে আজি
—লও এই অভাগায়।
জীবনের দীপ নিভায়ে আঁধারে—
যদি সে শান্তি পায়।

গান গাহিতে গাহিতে—ধীরে ধীরে আকণ্ঠ জলে নাবিলেন—সরোবরের অপরকূলে দাঁড়াইল ভারতী ও বিষ্ণুশর্ম্মা

ভারতী। কী করুণ কণ্ঠস্বর—মরণের স্তুতি! জীবনের ব্যর্থতা স্মরিয়া—কে যেন চাহিছে জলে ডুবিয়া মরিতে। আমি যাই, হাতখানা ধরি তারে তুলিয়া আনিতে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। দাঁড়াও ভারতী। মজ্জমান মানুষের হাত ধরিও না। সেও ডুবে যাবে—সঙ্গে তোমারে ডোবাবে।

ভারতী। স্বেচ্ছায় রমণী যদি ডুবিতে না চাহে—সাধ্য নাই—কেহ তারে পারে ডুবাইতে—প্রিয়তম! যাই আমি, অনুমতি দাও।

বিষ্ণুশর্ম্মা। যাও—দেখো, যদি তারে পার—বাঁচাইতে।

ভারতীর প্রস্থান

মধুছন্দা নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল

গান

জোর করে কেউ মরতে পারোনা।
রোজ সকালে যমের খাতায়—
হয় মানুষ গোণা।
বুড়োর সাদা চুলগুলি—
যেন কাশের ফুল!
তাও যদি রয় বেঁচে—
কেন মরবে কালো-চুল?
কালোচুলের মরণ, যদি,
হয় সে—প্রেমিক আন্‌মোনা।
মরণ ভালো সকাল বেলায়
সাম্‌লানো দায় সন্ধ্যা-ঠেলায়!
দিন ফুরালে, রাত্রিকালে—
বাঁচন ভালো না গো না।

বিষ্ণুশর্ম্মা। কে তুমি যুবক ?

কালিদাস। নাম কালিদাস।

বিষ্ণুশর্ম্মা। কালিদাস! কোন্ কালিদাস ?

ভারতী। আমি বলিতেছি শোনো—কবি কালিদাস! যার গলে মাল্যদান করি' সত্যবতী—প্রতারিতা ভাবি আপনারে—জ্বলে অনুতাপে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। তাই নাকি ? কিন্তু কি কারণে আত্মহত্যা সঙ্কল্প তোমার বৎস !

কালিদাস। মূর্খ বলি, পত্নী মোরে দিয়াছে তাড়ায়ে—পদাঘাতে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। অ্যাঁ, প—দা—ঘা—তে ? শুনিয়াছি সত্যবতী বিদূষী-মহিলা—তার এই কাজ ? পদাঘাত করিয়াছে পতি-দেবতারে ? শুনেছ ভারতী! কী আশ্চর্য্য কথা।

ভারতী। শুনিয়াছি—প্রভু! আমি জানি, পতি-পরম দেবতা কিন্তু সেই সত্যবতী স্বীকার করেনা, ইহকাল ছাড়া কোনো পরকাল আছে

বিষ্ণুশর্ম্মা। মূর্খ সত্যবতী!

কালিদাস। না, না, না, আমি মূর্খ—মহামূর্খ আমি। ভাগ্যবতী সেই সত্যবতী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে, আমি অতি অযোগ্য তাহার।

বিষ্ণুশর্ম্মা। উচ্চশিক্ষা! এই বুঝি উচ্চশিক্ষা তার ? শাস্ত্রমতে—নারী চির-স্বাতন্ত্র্য-বিহীনা। শৈশবে পিতার, আর যৌবনে

ভর্ত্তার, তারপর বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন। স্বাধীনতা কোনোদিন নাই রমণীর।

কালিদাস। শাস্ত্র-অধ্যয়ন আমি করিনি কখনো। সে বিষয়ে কিছুই জানিনা মহাশয়! কিন্তু যেন মনে হয় মোর, আমি যদি মরি জলে ডুবি—সুবিচার করা হবে সত্যবতী পরে। সে 'তো মুক্তি পাবে? আত্মকৃত অপরাধ—স্বীকার করিয়া—কেন মরিবনা আমি? প্রিয়তমা পত্নীরে আমার মুক্তি দিতে?

ভারতী। কে তোমারে মূর্খ বলে কালিদাস—এত প্রাণবান তুমি—এমন ধার্ম্মিক! তুমি যদি মূর্খ হও, মূর্খতাই ভালো।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আচ্ছা কালিদাস! লেখাপড়া কিছুই শেখনি—কোনো দিন?

কালিদাস। না।

বিষ্ণুশর্ম্মা। হাতে খড়ি বর্ণ-পরিচয়?

কালিদাস। তাও কভু হয়নি আমার।

বিষ্ণুশর্ম্মা। প্রতিভার আভা দেখিতেছি! (বিশেষভাবে মুখ লক্ষ্য করিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাও হতে পারে—একদিনে বর্ণবোধ—ভাষাবোধ মাত্র একমাসে—তারপর শাস্ত্র-অধ্যয়ন। ইচ্ছা আছে—লেখাপড়া শিখিতে তোমার?

কালিদাস। কি দিব উত্তর? হেসে খেলে কাটায়েছি সুদীর্ঘ শৈশব—শাসন মানিনি কারো। পিতা মোরে করিয়াছে কত বেত্রাঘাত—তাড়ায়ে দিয়াছে গৃহ হতে। আমি হাসিয়াছি, কিন্তু জননীর চোখে বহিয়াছে অবিশ্রান্ত ধারা! স্নেহময়ী মরে গেছে,

বেঁচে আছি আমি—জগতের ঘৃণা আর উপেক্ষা সহিতে। কত ব্যথা দিয়াছি মাতারে! মনে হয়, তাঁর সেই অশ্রুকণাগুলি অভিশাপরূপে আজি—এ বক্ষে আমার, পাষাণের গুরুভার দিয়াছে চাপায়ে। হায় অভিশপ্ত আমি।

ভারতী। কালিদাস! অতীত ভুলিয়া যাও—ফিরে চাও ভবিষ্যের পানে। অনুতাপে বুক ভাঙ্গা ব্যর্থতার পরে গড়ে—তোলো সাফল্যের সৌধ সুমহান। স্বর্গ হতে জননী তোমার করিবেন শুভ আশীর্ব্বাদ।

কালিদাস। (সাগ্রহে) জননীর শুভ আশীর্ব্বাদ! কথনো কি এ জীবনে পাব আর, দেবী? কত তাঁরে কাঁদায়েছি আমি—

ভারতী। জননীর অশ্রুকণা অভিশাপ নহে কালিদাস! সে মর্ম্ম-বেদনা যত কাতরতা নিয়ে—করে নিত্য সন্তানের কল্যাণ কামনা—তা কি কভু ব্যর্থ হতে পারে?

কালিদাস। হে আচার্য্য! তাহলে বাঁচিতে আমি চাই। জননীর আশীর্ব্বাদ করিতে সফল—অমর হইতে আমি চাই পৃথিবীতে। যে ব্যথা চাপিয়া ছিল জননীর বুকে স্নেহের সাগরে মগ্ন মৈনাকের মত, তারি গুরুভার—গুরু! আজি মোরে করিতেছে নির্ম্মম পীড়ন। জ্ঞানবৃদ্ধ—হে মহাপুরুষ! দাও শক্তি, দাও শিক্ষা, দাও জ্ঞান মোরে, করিতে তর্পণ সেই মর্ম্মাহতা জননী-উদ্দেশে!

ভারতী। সর্ব্বাঙ্গে আমার একি আনন্দ স্পন্দন! বক্ষ-বস্ত্র সিক্ত সুধা-রসে! আমি তো হইনি কভু সন্তানের মাতা—

উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁপিতে লাগিলেন, বিষ্ণুশর্ম্মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিলেন

বিষ্ণুশর্ম্মা। কালিদাস! যাও—

পথ দেখাইয়া দিলেন

কালিদাস। বিত্যাদান করিবে না মোরে?

বিষ্ণুশর্ম্মা। না, আমি গৃহী। তরুণী আমার ভার্য্যা, আমি বৃদ্ধ অতি। এখানে তোমার স্থান হতেই পারে না।

ভারতী। (চম্‌কিয়া) কেন? না, না, না—কালিদাসে দিওনা তাড়ায়ে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। ভারতী! ভেবে দেখো, বিশ্বরূপ সেই কালকেতু—তোমারে করিল অপমান। একদিন বলেছিলে তুমিই আমারে—"ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদান তরুণ যুবকে—এ আশ্রমে অসম্ভব।"

ভারতী। কালিদাস অজ্ঞ, নিরক্ষর।

বিষ্ণুশর্ম্মা। দু'দিনেই হবে তার বর্ণ-পরিচয়। প্রেম-পত্র লিখিবার অক্ষর সাজাতে পারিবে সে—মাত্র একমাসে।

ভারতী। এ জগতে সকলেই বিশ্বরূপ নয়।

পঞ্জিকা হাতে গুণমণির প্রবেশ

গুণমণি। দাদা! দেখো দেখি একাদশী কবে?

বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্জিকা হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলেন ভারতী হাসিতেছিলেন—তাহা দেখিয়া গুণমণি বিরক্তিসহকারে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া অন্তদিকে চাহিল

গুণমণি। হায় ভগবান! কতদিনে মৃত্যু হবে দাদার আমার—সহিবে ও কালামুখী আমারি মতন একাদশী উপবাস জ্বালা!

বিষ্ণুশর্ম্মা। গতকল্য গেছে একাদশী—

ভারতী। মতান্তরে, আজি একাদশী।

বিষ্ণুশর্ম্মা। কে বলেছে? সে গণনা ভুল।

গুণমণি। হায় হায় কি হবে উপায়? (কপালে করাঘাত) অন্নজল সকলি তো আমি, গ্রহণ করেছি কাল—ভারতীয় গণনা শুনিয়া? ওলো কালামুখী, কেন তুই সর্ব্বনাশ করিলি আমার?

ভারতী। পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি সপত্নী আমার—(কালিদাসের হাত ধরিয়া) চলো কালিদাস! ঘরে চলো।

উভয়ে প্রস্থান

গুণমণি। ওমা, ও আবার কে? কাকে নিয়ে গেল ঘরে, হাতখানা ধরি? ও দাদা!

বিষ্ণুশর্ম্মা। ওরে গুণমণি! তুই মোরে পাগল করিলি, অতিষ্ঠ করিলি এই জীবন আমার!

গুণমণি। (হাত মুখ ঘুরাইয়া—ও ভেঙাইয়া) অতিষ্ঠ করিলি এই জীবন আমার। কিন্তু কে ওই যুবক? যার হাতখানা ধরি, বৌ—ঘরে নিয়ে গেল? একি অনাচার? একাদশী দিনে—অন্নজল খাওয়াইল বিধবা নারীরে। তারপর—নিজে করিতেছে—যাহা ইচ্ছা তাই! হায় হায়, কেন তুমি এ বৃদ্ধ বয়সে, বিবাহ করিলে এক তরুণী রূপসী?

বিষ্ণুশর্ম্মা। ওরে গুণমণি! তুই মোরে পাগল করিলি। অতিষ্ঠ করিলি এই জীবন আমার।

প্রস্থান

গুণমণি। (ভেঙাইয়া) অতিষ্ঠ করিলি এই জীবন আমার—

প্রস্থান

কালিদাসের হাত ধরিয়া গান গাহিতে গাহিতে
মধুছন্দা ও ভারতীর প্রবেশ

গান

এস চঞ্চল, এস ফালগুন ফুল-সাথী
হে অতিথি!
চরণ-পরশে তব মুঞ্জরি দাও
মম কানন বীথি।
এস অলোক-আলোক পথ বাহি
রঙের সায়রে অবগাহি—
মর্ম্মরি তরুলতা মৃদু কল তানে গাহি
আকুল অকুণ্ঠিত মরম-গীতি।
দোলাবে সোনালি দুল, সন্ধ্যামণি
জাগিবে বকুল-বনে উলু-ধ্বনি!
মালতী মোতিয়া-মালা গাঁথি—জাগে
নব উৎসব রাতি
চঞ্চল সারা হিয়া শিহরণে ওঠে মাতি
পুলক রোমাঞ্চিত সরম-ভীতি॥

গানান্তে গুণমণির প্রবেশ

গুণমণি। (কালিদাসের নিকটে গিয়া) —কে তুমি যুবক ?

ভারতী। পরিচয় চাও যুবকের ?

গুণমণি। হ্যাঁ গো—হ্যাঁ! অকস্মাৎ দুটি বোন্ মাতিয়া উঠেছ নৃত্য-গীতে, কেন ?

ভারতী। ইনি কবি কালিদাস।

মধুছন্দা। জানো না কি তুমি—আজি বসন্ত-উৎসব! দিদি মোর নৃত্যগীত করিবে রচনা—আমরা গাঁথিব ফুল মালা—সাজাবো কবিরে, আর করিব তাহার দীর্ঘ জীবন-কামনা।

গুণমণি। সহিবে কি আর বেশী দিন—ধরণী এ অনাচার ভার ? ধ্বংস হবে—ধ্বংস হবে—ওগো কুলবধূ! গতি হবে—কুম্ভিপাক-নরকে তোমার।

ভারতী হাসিতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগ

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—উত্তেজিত ভোজরাজ—তাহার পিছনে মন্ত্রী ও বিদূষক প্রবেশ করিলেন

ভোজ। না, না, না, মন্ত্রী! ক্ষমা করিব না—প্রাণদণ্ড দেব সেই অভদ্র যুবকে—নিজ হাতে। কে আছিস্, এখানেই নিয়ে আয় তারে—

মন্ত্রী। সে চাহে বিচার—মহারাজ!

ভোজ। ভোজরাজ্যে কারো প্রতি কোনো অবিচার কখনো করিনি আমি।

বন্দী বিক্রমার্ককে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ

মন্ত্রী। এসো হে যুবক! মহারাজ সুবিচার করিতে প্রস্তুত। আত্মপক্ষ করো সমর্থন—

বিক্রমার্ক। আমি যে বিচারপ্রার্থী প্রকাশ্য সভায়।

ভোজ। না, না, তা হবে না। বুঝিয়াছি উদ্দেশ্য তোমার—তুমি চাও রাজবংশে কলঙ্ক লেপিয়া—কুমারী কন্যারে মোর করি কলঙ্কিনী—আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে? দুর্ব্বুদ্ধি যুবক! তোমারে চিনেছি আমি।

বিক্রম। তবে এই বিচারের প্রহসন কেন? দাও দণ্ডাদেশ রাজা! আমি তো প্রস্তুত।

মন্ত্রী। আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে না তুমি?

বিক্রম। কোন লাভ নেই। অভিযোগ যাঁর—তিনি নিজে বিচারক। এ বিচার মিথ্যা—প্রহসন।

ভোজ। আমি রাজা নিরপেক্ষ।

বিক্রম। মিথ্যা কথা। আপনি তো অভিযোগকারী। আপনার কন্যা ভানুমতী—এনেছে কি কোনো অভিযোগ বিরুদ্ধে আমার? কেন আমি শৃঙ্খলিত তবে? কার অভিযোগে?

ভোজ। বেশ, আমি অভিযোগকারী। বিচারক, তোমরা

দু'জন—মন্ত্রী আর বিদূষক। শোনো অভিযোগ মোর। কন্যা মোর ভানুমতী অনূঢ়া কুমারী—তার সঙ্গে সঙ্গোপনে—দেখাশুনা করি—এ অজ্ঞাত কুলশীল যুবা, করিয়াছে ঘোর অপমান—ক্ষুণ্ণ করিয়াছে রাজবংশের মর্য্যাদা। সাক্ষী সত্যবতী।

বিক্রমার্ক। সাক্ষী সত্যবতী? হাহাহাহা—

সত্যবতীর প্রবেশ

মন্ত্রী। হে যুবক, অভিযোগ শুনিয়াছ তুমি, বলো তবে—কি বলিতে চাও?

বিক্রমার্ক। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আমি।

বিদূষক। কেন তুমি গিয়াছিলে সত্যবতী গৃহে?

বিক্রমার্ক। আমি কি গিয়াছি অনাহুত? বলো সত্যবতী! ভৃত্য তব কাহার আদেশে—আমারে জানায়েছিল—সাদর আহ্বান?

মন্ত্রী। তাই নাকি—সাদর আহ্বান?

বিক্রমার্ক। হ্যাঁ, আহত ও পরিশ্রান্ত আমি। দেখিলাম বিবাহিত নব দম্পতির সুবাসিত ফুলশয্যা শূন্য পড়ে আছে। ক্লান্তদেহে শয়নের প্রয়োজন ছিল—তাই আমি হৃষ্টচিত্তে শয়ন করেছি।

বিদূষক। শয়ন করিলে সেই ফুলশয্যাপরে? বাঃ বাহাদুর তুমি!

মন্ত্রী। বলো, তারপর?

বিক্রমার্ক। তারপর ক্রুদ্ধা সত্যবতী! কিন্তু সেই ভানুমতী

মোরে, ব্যজন করিল নিজে—সুকোমল হাতে, পরিচয় দিল তার স্নেহ মমতার মুছাইয়া রক্তাপ্লুত বদন আমার। রাজার দুহিতা ভানুমতী—তবু সে আমার পদসেবা করিতে চাহিল—আমি—এক পথের ভিখারী!

ভোজ। সত্যবতী! ভানুমতী কোথা? ডেকে আনো তারে।

সত্যবতী। সে এখানে আসিবে না।

ভোজ। না-আসিলে যুবকের প্রাণদণ্ড হবে, এ কথাটা বলে এসো তারে।

সত্যবতী। সেও তবে আত্মহত্যা করিবে নিশ্চয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি তো বিচারক নন্—বিচারক আমরা দু'জন। আমাদের অনুমতি বিনা—যুবকেরে দণ্ড দিতে চাওয়া আপনার ক্ষমতা-বাহিরে। কি বল হে বিদূষক?

বিদূষক্। নিশ্চয়—নিশ্চয়। রাজার বিচার ভার দিয়াছেন রাজা। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিতেই হবে—তবে কিনা—মহারাজ যদি—

মন্ত্রী। চুপ করো বিদূষক—একি দুর্ব্বলতা? বিচারক মোরা যদি—নিরপেক্ষ রহিব নিশ্চয়।

বিক্রমার্ক। এ যে শুধু প্রহসন বিচারের নামে—তাহা আমি জানি মন্ত্রীবর!

সত্যবতী। কিন্তু তুমি দায়ী। সরলা বালিকা ভানুমতী! তার সর্ব্বনাশ হেতু—তোমার দায়িত্ব তুমি অস্বীকার করিতে পার না।

বিক্রমার্ক। কেন পারিব না? রাজার নন্দিনী, ভিখারীর পদসেবা করিতে চাহিল—ভিখারী সে বাঁধিয়া রাখিল আপনারে—সংযমের লোহ-কারা মাঝে। রমণীর পদসেবা-আগ্রহ দেখিয়া রাখিল যে লুকাইয়া পাদুখানি তার। কোন্ অপরাধে তারে বলো অপরাধী?

সত্যবতী। লাঞ্ছনা করিলে তুমি তাহার সেবার। হে নীচ বর্ব্বর—

বিক্রমার্ক। দেবতা দেখিনি আমি। কিন্তু সত্যবতী—দেখিয়াছি এজগতে অনেক বর্ব্বর! আর দেখিয়াছি যারা আমারি মতন—মনুষ্যত্ব মাত্র দাবী করে। বলো দেখি, কেন তুমি কবি কালিদাসে পদাঘাতে দিয়াছ তাড়ায়ে? এই বুঝি সুশিক্ষা ও সংযম তোমার?

সত্যবতী। সে আমারে করিয়াছে ঘোর প্রতারণা!

বিক্রমার্ক। মিথ্যাকথা। কালিদাস মূর্খ—কিন্তু প্রতারক নয়! মনে মনে একথাটি তুমি জানো। জানো—আমি প্রতারণা করিয়াছি তোমা—তবু তুমি আমারেই ভালবাসো রাণী!

সত্যবতী। (চমকিয়া) স্তব্ধ হও—

বিক্রমার্ক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারেই আজো ভালবাসো! ভানুমতী করিয়াছে মোর চিত্ত-জয়—তাই তুমি ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠেছ সত্যবতী! ছি, ছি, ছি, বিবাহিতা তুমি—জ্বলিতেছে সীমন্তে তোমার—'নারীধর্ম্ম' অলক্তের রাগে—তবু তুমি মনে মনে পরপুরুষেরে কেন এত ভালবাসো? একি অনাচার?

সত্যবতী। (সক্রোধে কাঁদিয়া) মহারাজ! অপমান করিবে আমারে ওই নীচ বিক্রমার্ক তোমার সুমুখে ?

প্রস্থান

ভোজ। (উত্তেজিত ভাবে)মন্ত্রী! প্রাণদণ্ড দাও ওই লম্পট যুবকে।

বিক্রমার্ক। কোন্ অপরাধে মহারাজ ?

ভোজ। অপরাধ ? উদ্ধত যুবক—

তরবারি কোষমুক্ত করিলেন

মন্ত্রী। মহারাজ! বিচারক মোরা।

ভোজ তরবারি রাখিলেন

বিক্রমার্ক। (উচ্চহাস্যে) হা হা হা—প্রহসন! প্রহসন—বিচারের নামে।

মন্ত্রী। রক্ষিগণ! নিয়ে যাও—বিক্রমার্কে। মহারাজ উত্তেজিত অতি। আজি আর হবে না বিচার। যাও—

রক্ষীরা বিক্রমার্ককে লইয়া গেল

আসি মহারাজ ?

প্রণামান্তে প্রস্থান

বিদূষক। মহারাজ! ও পাষণ্ড—অপোগণ্ডটাকে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি-করা উচিত হবে কি ? তার চেয়ে কন্যাদান করুন তাহারে—সব দিক্ রক্ষা—হয়ে যাক্।

ভোজ। না না, না। তার চেয়ে—করি আমি—তনয়ার মরণ-কামনা।

প্রস্থান

বিদূষক। তাহলে কি আদ্যশ্রাদ্ধ সপিণ্ডিকরণ—সমাপন হবে—শুভ বিবাহের আগে? দেখা যাক্—কতদূর গড়ায় ঘটনা। বিক্রমার্ক বাহাদুর ছেলে! ঠিক বুঝিয়াছে। কান যদি ধরা যায়—মাথা কি কখনো না আসিয়া পারে সাথে সাথে?

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিষ্ণুশর্ম্মার আশ্রম-প্রাঙ্গণ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—কালিদাস গান গাহিতে ছিলেন। ভারতী দূরে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিলেন

গান

আষাঢ়ের মেঘ ছাইল গগন
সজল শ্যাম শোভায়
হে প্রিয় তুমি কোথায়?
কদম কেয়ার, আঁখি ভরা জল
পাতায় পাতায় করে টলমল
পুবালি হাওয়ায় বিরহের ব্যথা
বিলাপি যায়
হে প্রিয় তুমি কোথায়?

গানান্তে বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ

বিষ্ণুশর্ম্মা। শোনো কালিদাস! কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্। শান্ত, রুদ্র, হাস্য সও করুণ—(লক্ষ্য করিয়া) ও কি! কোন্ দিকে রহিয়াছ চেয়ে? ভারতীয় মুখে বুঝি ফুটিয়া উঠেছে আদিরস?

ভারতী। (নিকটে আসিয়া) কি হয়েছে?

বিষ্ণু। হয়েছে—আমার মাথা পক্ককেশে ভরা! চক্ষুপীড়া আমি। তাই শ্রীমান তোমার—ঘনকৃষ্ণ-কেশদামে নিবদ্ধ-নয়ন! সহজাত রসবোধ তার, কাব্য পড়িবার কোনো অপেক্ষা রাখে না।

ভারতী। কালিদাস, কাব্য পড়ো মনোযোগ দিয়া। কবি তুমি একদিন হইবে নিশ্চয়—

বিষ্ণুশর্ম্মা। মূর্ত্তিমতী কাব্য তুমি আশ্রমে আমার। সেই কাব্যরস, মোর ভগ্নি গুণমণি—নিষ্কাষিত করিতেছে জাঁতার পেষণে। তার পর মধুছন্দা ঝিনুকে ভরিয়া—খাওয়াইতে পারে যদি খোকা কালিদাসে—সেই স্নিগ্ধ সুমধুর কবিত্ব-নির্য্যাস—পূর্ণ হবে বাসনা তোমার। মহাকবি হবে কালিদাস।

প্রস্থানোদ্যত

ভারতী। কোথা যাও?

বিষ্ণুশর্ম্মা। তুমিই পড়াও কাব্য—আমি পারিব না। ওই দেখো গুণমণি দাঁড়ায়ে ওখানে। কর্কশভাষিণী—এখুনি আসিবে ছুটে! হইবে নিশ্চয় মোর কাব্যের প্রাণান্ত—তার চেয়ে কার্য্যান্তরে করিয়া গমন—নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

প্রস্থান

ভারতী। কালিদাস, কি দেখিছ মোর মুখে—

কালিদাস। দেবি, অপলক চেয়ে থাকে নির্ব্বাক বনানী আকাশের চন্দ্রমার পানে। স্বচ্ছ সরোবর-বুকে-জাগে মৃদু তরঙ্গ-হিল্লোল চেয়ে চেয়ে তন্দ্রালস তারকার মুখে—কে বলিবে—কি দেখে তাহারা ?

গুণমণির প্রবেশ

গুণমণি। কোন্ কাব্য পড়িতেছ কবি কালিদাস ?

ভারতী। গুণমণি! কে তোমারে ডেকেছে এখানে ?

গুণমণি। কে আর ডাকিবে বলো ? কাব্যরসে—সুরসিকা নহে গুণমণি—তাই তারে ডাকাডাকি কেহই করে না।

ভারতী। তুমি যাও—

গুণমণি। কেন যাবো ? ওলো কালামুখী ! আর কত কালি দিবি আমাদের কুলে ? আর কত ঢলাঢলি কালিদাসে নিয়ে, করিতে বাসনা তোর ? ছি ছি ছি গলায় বাঁধিয়া দড়ি জলে ডুবে মর্—

ভারতী। (ব্যস্তভাবে) কালিদাস যাও স্থানান্তরে।

কালিদাসের প্রস্থান

শোন গুণমণি! কালিদাস এসেছিল শিশু-চিত্ত নিয়ে। অনাবিল দৃষ্টি তার কামগন্ধহীন—আমারে করিত কত আনন্দ প্রদান। কিন্তু তুমি, বুদ্ধিহীনা নারী, করিতেছ একি সর্ব্বনাশ ? জাগ্রত করিলে তারে—যে ছিল ঘুমায়ে! উত্তপ্ত করিলে মোর শীতল পানীয়! যৌবন জেগেছে আজ কালিদাস-বুকে।

গুণমণি। তুমি তারে কেন এত ভালবাসো শুনি ?

ভারতী। বলো দেখি—কি ভেবেছ মনে ? ভেবেছ কি এ ভারতী মৃন্ময়ী-প্রতিমা ? রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা, আছে দেহে মোর—একথা কি অস্বীকার করেছি কখনো ? বহু কষ্টে তিতিক্ষার কৃত্রিমতা দিয়ে, বাঁধিয়া রেখেছি মোর যৌবন-তাড়না—ত্যাগে শান্তি খুঁজিতেছি আমি নিরন্তর। যুদ্ধ করিতেছি নিজ শোণিতের সাথে। কিন্তু তুমি গৃহশত্রু মোর কেন এই সর্ব্বনাশ করিলে আমার ? আজ প্রাতে কি দেখেছি জানো ?

গুণমণি। (হাসিয়া) কি ?

ভারতী। এক বিন্দু কামনার উগ্র বহ্নিশিখা ! শিহরি উঠেছি—হায়—কেঁদেছি নির্জ্জনে। পায়ে ধরি, ক্ষমা করো—নির্ব্বোধের মত —করিও না মোর সর্ব্বনাশ ! অতি বৃদ্ধ স্বামী মোর একথা জানিয়া, রক্ষা করো, রক্ষা করো মোরে।

গুণমণি। হায় ভগবান ! কতদিনে হবে মৃত্যু দাদার আমার—

প্রস্থান

ভারতী। মধুছন্দা !

মধুছন্দার প্রবেশ

মধুছন্দা। কি দিদি ?

ভারতী। কালিদাস কোথা ?

মধুছন্দা। সরোবর কূলে বসি—মালা গাঁথিতেছে ?

চিন্তিত ভাবে সরোবরের দিকে চাহিতে লাগিলেন—মধুছন্দা গাহিল

গান

মধুছন্দা এই. জীর্ণ আমার কুটির দ্বারে—
এস হে নবীন !
সবুজ প্রাণের সজীব কথা
শুনাও নিশিদিন।
পুলক-শিহরণের সাথে
নৃত্য চপল চরণ পাতে—
এসো নীরব আঙিনাতে—
বাজাও মোহন বীণ্‌।

ভারতী সঙ্গে নিয়ে এসো তোমার
রূপটি সুমধুর !
স্বচ্ছ হাসির উচ্ছ্বসিত—
প্রাণ মাতানো সুর।

মধুছন্দা বাজাও বাঁশী কানন-মাঝে
নবীন তোমার সবুজ-সাজে—
ভাঙা গড়ার সকল কাজে
হও হে সমাসীন !

ফুলমালা হাতে কালিদাসের প্রবেশ

কালিদাস। দেবি !

ভারতী। কে ? কালিদাস ? এসো—বসো মোর পাশে—

কালিদাসের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন

কালিদাস। দেবি! লোকচক্ষু অন্তরালে এত ফুল ফোটে? কেউ তো গাঁথে না মালা, পরে না গলায়? তাই আমি আজি—এই মালা গাঁথিয়াছি—তোমারে পরাব ব'লে।

ভারতী। (হাসিয়া) আমারে পরাবে ব'লে? কেন? আমি তো মানবী! শুনিয়াছি—দেবতারা ফুল ভালোবাসে।

কালিদাস। তুমি দেবি! একমাত্র আরাধ্যা আমার। আমি তব চিরমুগ্ধ প্রেমের পূজারী! তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি মুক্তি মোর, আমি তব করি উপাসনা।

ভারতী। (চমকিত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইলেন) কালিদাস! যে ভারতী পূজনীয়া আরাধ্যা তোমার সে ভারতী আমি নই—

কালিদাস। কে সেই ভারতী?

ভারতী। অন্ধকারে আলো করা, শ্বেত শতদলে স্মেরাননা, শুভ্রজ্যোতি, আনন্দরূপিণী, বীণাপাণি আরাধ্যা তোমার। বীণার ঝঙ্কারে তাঁর যে মূর্ত্ত-রাগিণী বাজিতেছে দিকে দিকে, যে সুর মূর্চ্ছনা—শুনিয়া এ জগতের চিরসুপ্তবুকে তালে তালে নাচিতেছে জীবন-স্পন্দন—ওই শোনো কালিদাস সে নিত্য-সঙ্গীত! মোহ নাই—নাই মাদকতা—আছে মুক্তি, আছে শান্তি, অতি অনাবিল—সে ভারতী-চরণ সেবায়—

কালিদাস। সে কি তুমি নও দেবি?

ভারতী। না, না, না—আমি ভোগ-বিলাসিতা, বুদ্ধির বিকার! চেও না আমার পানে! প্রিয়—কালিদাস! চেয়ে দেখো দূরে ওই অমরার আলো—উদ্ভাসিত গগনমণ্ডলে!

কালিদাস। ও কি মূর্ত্তি নয়ন-রঞ্জিনী! ভারতী! ভারতী! কী মধুর বীণার ঝঙ্কার—মধু লোভে মত্ত-শত-ভ্রমর-গুঞ্জন—পশিতেছে শ্রবণে আমার—

কালিদাস বাগ্‌দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন—তন্ময় ভাবে স্তব করিলেন

তরুণ-শকল মিন্দোর্ব্বিভ্রতি শুভ্রকান্তি-
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিসন্নাসিতাব্জে!
নিজকরকমলোত্থল্লেখনী-পুস্তক-শ্রীঃ
সকল-বিভব-সিদ্ধের্পাতু বাক্‌দেবতা নঃ।

ভারতী। কালিদাস, কি করিলে সর্ব্বনাশ তুমি—

কালিদাস। কেন, কেন দেবি!

ভারতী। করিলেনা ভারতীর চরণ-বন্দনা? কেন কাম-কলুষিত নয়নে তোমার—চাহিলে বক্ষের পানে মুকুতার হারে? কে শিখালো, এ ঘৃণিত কামুকের স্তুতি—দেবীরে করিতে অপমান? (হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিল) একি? একি দেখিতেছি—

কালিদাস। কি দেবি!

ভারতী। মাল্যদান করিয়াছ আমার গলায়? (মালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) কালিদাস! কি করিলে—কি করিলে তুমি?

কালিদাস। দেবি, তুমি মোর ধ্যান জ্ঞান—আরাধ্যা আমার তুমি মোর বাগ্ময়ী ভারতী, তুমি তোর বাণী বীণাপাণি।

ভারতী। না, না, না, আমি তব কেহ নহি—যাও দূর হও।

প্রস্থান

অন্যদিকে বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ

বিষ্ণুশর্ম্মা। (চিৎকার করিয়া উঠিলেন) ধন্য আমি বিষ্ণুশর্ম্মা! ধন্য মোর—সাহিত্য-সাধনা! ঘটিল আমারো ভাগ্যে 'ভারতী-দর্শন'—কালিদাস ভগীরথ সম, উদ্ধার করিল আজি এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে। বহিতেছে আনন্দাশ্রু নয়নে আমার। কালিদাস! কালিদাস!

আলিঙ্গন করিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ভানুমতীর স্বয়ম্বর সভা

কাল—রাত্রি

দৃশ্য—ভোজরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে মন্ত্রী, বিদূষক। দ্বারে রক্ষী। পাণিপ্রার্থী রাজন্যগণ উপস্থিত। বধূবেশে সুসজ্জিত—ভানুমতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার সখিগণ নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি সহ সভামধ্যে প্রবেশ করিল। দুই জন সুতসহযোগে কন্যাকে বরণ করিল। ভানুমতী ব্যতীত ধীরে ধীরে সকলে চলিয়া গেল। রাজা ভোজ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন।

ভোজ। উপস্থিত রাজন্য মণ্ডলী! এই মোর কন্যা ভানুমতী। রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী—একমাত্র তনয়া আমার। পুত্রহীন আমি—তাই সঙ্কল্প করেছি—সার্ব্বভৌম উজ্জয়িনী সিংহাসন মোর—তাহারেই করিব প্রদান—যার গলে মালা দেবে কন্যা ভানুমতী।

সকলে। সাধু, সাধু—

ভোজ। ভানুমতী! মাননীয় রাজন্য সকলে কর নমস্কার। (ভানুমতী নমস্কার করিল) তারপর শোনো মোর উপদেশবাণী! আর্য্যঋষি মতে এই বিবাহবন্ধন—জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কার। সতীত্ব ও পাতিব্রত্য—রমণী-জীবনে—একমাত্র সাধনা-সম্পদ। এই শিক্ষা

ভারতের একনিষ্ঠ-নারী, চিরদিন দিয়াছেন বিশ্ব-রমণীরে। তাই আমি করি আশীর্ব্বাদ—মাল্যদান করি কোনো বীরশ্রেষ্ঠ নরে, হও তুমি সতী ভাগ্যবতী। মন্ত্রীবর! সঙ্গে করি নিয়ে মোর কন্যা কল্যাণীরে—পরিচয় দাও সকলের—

সিংহাসনে উপবেশন করিলেন

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা, মহারাজ! এসো লক্ষ্মী-স্বরূপিণী—রাজেন্দ্র-নন্দিনী—নির্ভয়ে আমার সঙ্গে। (নিকটে গিয়া) ইনি কর্ণাটের রাজা! পিতার সম্মানে অতি সম্মানিত ইনি। দাবী এর অতি উচ্চ বংশমর্য্যাদার। (নিকটে গিয়া) তার পর —ইনি বঙ্গেশ্বর, ইহার রাজত্বে লক্ষ্মী চিরঅচঞ্চলা। তার পর, ইনি—অঙ্গরাজ! পিতামহ-দত্ত বহু বিত্ত অধিকারী! বহু সম্মানিত আর বহুকাল হতে অতি ধনাঢ্য বলিয়া পরিচিত—

ঝড়ের মত বিক্রমার্ক প্রবেশ করিলেন

বিক্রমার্ক। আর আমি, নির্ধন ভিখারী! নাহি পিতৃপরিচয় —বিত্ত-যশখ্যাতি—নাহি পিতৃ-পিতামহ প্রতিষ্ঠা-গৌরব! সমাজের পরিত্যক্ত আমি—সহ্য করি জগতের উপেক্ষা ও ঘৃণা।

ভানুমতী। তুমি—তুমি, আসিয়াছ? ধন্য আমি তব গলে মাল্যদান করি। (মাল্যদান করিল) হে মোর দেবতা! আমি দাসী শ্রীচরণে।

প্রণাম করিল

ক্রুদ্ধভাবে সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া ভোজরাজ—নিষ্কাষিত তরবারি হাতে লইয়া বিক্রমার্কের সম্মুখে দাঁড়াইলেন

বিক্রমার্ক। হা হা হা হা—নতশির তব পাশে আমি মহারাজ! ইচ্ছা হয়—প্রাণদণ্ড দাও।

ভোজ। ভানুমতী!

ভানুমতী। তব—মনস্তাপে আমি বিচলিত পিতা—তাই চেষ্টা করিয়াছি—যদি—কোনো মতে, কারো গলে মালা দিতে পারি। কিন্তু পিতা! শুনি তব নীতি-উপদেশ—বক্ষ মোর কাঁপিয়া উঠেছে। —মনে মনে করি যারে পতিত্বে বরণ—কহিলেন মম অন্তর্যামী—'সে যদি না স্বামী হবে, সতীত্ব আমার—ক্ষুণ্ণ হবে'—তাই মাল্যদান করি বিক্রমার্ক-গলে, রক্ষা করিয়াছি আমি সতীত্ব আমার—মানিয়াছি তব উপদেশ! ক্ষমা কর মোরে।

ভোজ। ওরে বুদ্ধিহীনা! সভা মাঝে অপমান করিলি আমারে।

বিক্রমার্ক। অপমান, কেন রাজা? তোমারি আদেশে এই স্বয়ম্বর-সভা! উপনীত—অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-কর্ণাট—বলো কারে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে করিব আহ্বান! প্রমাণ করিব আমি, শ্রেষ্ঠত্ব আমার বাহুবলে।

ভোজ। মন্ত্রী! সেই পূর্ব্ব অপরাধে, বিক্রমার্ক আজও ছিল কারাগারে। কে তাহারে মুক্ত করে দিল?

মন্ত্রী। আমি আর বিদূষক।

ভোজ। কেন?

মন্ত্রী। বিচারক আমরা দুজন। আমাদের অভিমতে—

বিক্রমার্কে অবরুদ্ধ—রাখি কারাগারে—এই স্বয়ম্বর-সভা হতেই পারে না।

কর্ণাট। নিবেদন করি মহারাজ! সমবেত ভারতীয় রাজন্য-মণ্ডলী—লজ্জিত ও হতমান যাহার কারণে, তার পরিচয়টুকু জানিতে প্রার্থনা।

বিক্রমার্ক। বলেছি তো, নাহি মোর পিতৃ-পরিচয়। স্বনামেই ধন্য আমি—উত্তম পুরুষ! ভাগ্যবান তোমরা সকলে, বসিয়াছ পিতৃ-সিংহাসনে। পিতার উচ্ছিষ্টভোজী অকৃতি সন্তান,—কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছ কি—কিছু এ জীবনে? জন্ম যার সুবর্ণ দোলায় এ জগতে নিজস্ব তাহার—কি আর থাকিতে পারে? হাহাহা—

কর্ণাট। তাই নাকি—ঘৃণিত তস্কর!

রাজন্যগণ সকলেই তরবারি উন্মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

ভোজ। শান্ত হও সবে। কোষবদ্ধ কর তরবারি! রাজ-চক্রবর্ত্তী আমি—আমার সম্মুখে করিয়া উদ্ধতভাবে অসি-আস্ফালন, —অসম্মান করিও না মোর।

কর্ণাট। ভুলে যাও সম্মানের দাবী মহারাজ। আমরা করিব সবে বিদ্রোহ ঘোষণা। পিতৃ-পরিচয়হীন পথের ভিখারী—হলো আজি জামাতা যাহার—তা'রে 'সার্ব্বভৌম' বলি স্বীকার করি না।

ভোজ। স্বীকার কর না?

কর্ণাট। না, না, মহারাজ! আমরা বিদ্রোহী!

বিক্রমার্ক। বাহু বলে, আর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির কৌশলে পারি দুষ্ট বিদ্রোহীরে দমন করিতে—তুমি যদি কর অনুমতি মহারাজ!

ভোজ। জিজ্ঞাসা করিতে চাই—আরো একবার সত্য তবে তোমরা বিদ্রোহী?

কর্ণাট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিদ্রোহী আমরা। বৃদ্ধ ভোজেশ্বর! রণক্ষেত্রে পাঠাইও—জামাতারে তব—পরীক্ষা করিব মোরা বাহু বল তার।

সকলের প্রস্থান

ভোজ। বিক্রমার্ক! লও মোর তরবারি—ভানুমতী সনে ওই সিংহাসন আজি, তোমারেই করিলাম দান। পিতৃ-পরিচয়হীন পথের ভিখারী! হও তুমি সার্ব্বভৌম ভারত-সম্রাট করি আশীর্ব্বাদ।

বিক্রমার্ক। সত্য হোক্ আশীর্ব্বাণী তব। একটি পতাকা-তলে সমগ্র ভারত—ভুলি আর্য্য-অনার্য্যের ভেদ-বুদ্ধি যত—দাঁড়াক উন্নত-শির জাতীয় গৌরবে! দেখুক জগৎবাসী অখণ্ড ভারত!

ভোজ। তাই হোক্—তাই হোক্ করি আশীর্ব্বাদ। প্রজার সমৃদ্ধি আর সন্তোষের পরে—প্রতিষ্ঠিত থাকে যদি সাম্রাজ্য তোমার—তাহলে সে সর্ব্বশক্তিমান, ভগবান সহায় তোমার। আমি বৃদ্ধ, তীর্থে তীর্থে করি পর্য্যটন—কাটাইব জীবনের শেষদিন গুলি!

ভানুমতী। (কাঁদিয়া) বাবা! তুমি চলে যাবে?

ভোজ। কেঁদনা কল্যাণী! চিরদিন আমি থাকিবনা। করিয়াছ যার গলে বরমাল্য দান—কর্ত্তব্য তোমার তার কল্যাণ কামনা—আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও—

সস্নেহে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বনপথ

কাল—অপরাহ্ণ

বিদূষকের পিছনে পিছনে গুণমণির প্রবেশ

বিদূষক। বলো শুনি তারপর কি হলো ঘটনা?

গুণমণি। কি আর বলিব বলো দুঃখের কাহিনী! দাদা মোর কোনো কথা বিশ্বাস করেনা। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি—কালামুখী ভারতী সে কবিকুঞ্জে গিয়ে, হাসি ঠাট্টা রঙ্গরস করে দিবানিশি, সেই কালিদাস সনে।

বিদূষক। তাই নাকি? কবিকুঞ্জ হয়েছে রচনা? সেথা দুটি প্রেমমুগ্ধ কপোত-কপোতী করিতেছে অশ্রান্ত কূজন?

গুণমণি। বলো দেখি—কেমনে তা' সহ্য করি আমি?

বিদূষক। এ দিকে তো ভারতী-মন্দির—গড়িয়া উঠেছে নানা বর্ণের পাথরে—মণিমুক্তাখচিত—সুন্দর!

গুণমণি। তাই নাকি? (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ব'লোনা, ব'লোনা—কান অপবিত্র হবে।

বিদূষক। রজত-নির্ম্মিত সিঁড়ি—সুবর্ণ দুয়ার—আর গবাক্ষের ধারে ধারে হীরকের হার করিতেছে ঝল্‌মল্‌!

গুণমণি। আঃ বলোনা, বলোনা,—মোর বুক ফেটে যায়—

বিদূষক। মহারাজ বিক্রমার্ক করেছে ঘোষণা—আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, হবে সেই 'ভারতী-মন্দিরে, এক আনন্দ উৎসব! মহাকবি কালিদাস—কাব্য-মেঘদূত!

গুণমণি। চুপ্‌ করো—চুপ্‌ করো তুমি—

বিদূষক। আমি চুপ করিলেও—'ভারতী-মন্দির' মুখরিত হবে নাকি জন-কোলাহলে? বাজিয়া উঠিবে যবে উৎসবের বাঁশী—কোথা তুমি যাবে গুণমণি? চক্ষু কর্ণ নিয়ে এই—উজ্জয়িনী-মাঝে তুমি কি করিবে শুধু বক্ষে করাঘাত?

গুণমণি। মৃত্যু মোর হবে তার আগে। (কাঁদিয়া) হায় দাদা! গুণমণি যদি মরে যায়—কি উপায় হইবে তোমার? কে তোমারে দাদা বলে ডাকিবে সর্ব্বদা?

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্যবতী। তোমরা বলিতে পার?

বিদূষক। কি?

সত্যবতী। কোথা থাকে কবি-কালিদাস?

গুণমণি। জানিলেও বলিব না—

সত্যবতী। কেন ?

গুণমণি। (বিরক্তির সঙ্গে ভেঙাইয়া) কবি, কবি, কবি ! বলিতে কি পার—কোন্ কাজে লাগে কবি ? কবি যেন অন্নজল-বস্ত্র, বিতরণ করিতেছে—উজ্জয়িনী নগরীর মাঝে ! কাব্য ধু'য়ে জল খেলে মিটিবে পিপাসা ?

সত্যবতী। (হাসিয়া) বলে যারা মোরে অতি কর্কশভাষিণী তোমারে কি দেখে নাই তারা ?

গুণমণি। ঝাঁটা মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব—

বিদূষক। ছি ছি গুণমণি ! অসম্মান করিওনা ওঁরে—উনি রাণী সত্যবতী।

গুণমণি। কালিদাস-পত্নী তুমি রাণী সত্যবতী ? কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য তোমার—স্বামী তব ব্যভিচারী।

সত্যবতী। ব্যভিচারী !

গুণমণি। দুরন্ত লম্পট। মাতিয়া উঠেছে এক পর নারী প্রেমে।

সত্যবতী। পর নারী প্রেমে ?

গুণমণি। শোন নাই—সেই দুষ্টা ভারতীর কথা ?

সত্যবতী। ভারতী ! ভারতী ! কে সে ?

বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ

বিষ্ণু শর্ম্মা। ভারতী আমার স্ত্রী, গৃহলক্ষ্মী মোর—নয়নের আনন্দ-প্রদীপ !

গুণমণি। ভূতাবিষ্ট তুমি দাদা! তোমারে ঝাড়িতে হবে মন্ত্রপূত সরিষা ছড়ায়ে। তবে যদি চক্ষু দুটি ফোটে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ গুণমণি, কিন্তু তার খোঁজ—কেন কর বালা?

বিদূষক। ইনি রাণী সত্যবতী—কালিদাস-জায়া।

সত্যবতী। (বিষ্ণু শর্ম্মার নিকটে গিয়া) ভারতী তোমার স্ত্রী? হে বৃদ্ধ অশীতিপর! তোমার যে পত্নী—সেও তোমারি মতন—হবে অতি বৃদ্ধা, তার অন্তরে বাহিরে। তার প্রেমে মাতিয়া উঠেছে কালিদাস? (গুণমণির কাছে গিয়া) তুমি না বলিতেছিলে?

গুণমণি। বলি নাই মিথ্যা কথা। কালামুখী ভারতীর আর কিছু নাই—আছে তার রূপ ও যৌবন। তাই তো আমার দাদা—

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ গুণমণি—তুই মোরে পাগল করিলি—

বিদূষক। আমারও পাগল হতে বেশী দেরি নাই—

প্রস্থান

সত্যবতী। (স্বগত) আছে তার রূপ ও যৌবন? বলো বৃদ্ধ! কোথা কালিদাস?

বিষ্ণুশর্ম্মা। সরোবর-কূলে ওই কবিকুঞ্জ-মাঝে। আসন্ন আষাঢ়ে আজি, মেঘে মেঘে ছেয়েছে গগন। নৃত্য করিতেছে দূরে ময়ূর-ময়ূরী! ধরণীর শুষ্ক বুকে জাগিয়া উঠেছে আজ বিরহের ব্যথা। সিক্ত তার আঁখির পল্লব! ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস—পূবালী পবনে। আত্মহারা, অভিভূত কবি কালিদাস—বিরহের

অশ্রুভরা বেদনার ভারে। তাই সে বিরহী-কবি অন্তর মথিয়া—রচিতেছে 'মেঘদূত'—কাব্য সুমধুর—দূরস্থিতা প্রিয়ার উদ্দেশে।

সত্যবতী। নিয়ে চলো, নিয়ে চলো, তার কাছে মোরে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। না, না, ভেঙে যাবে ধ্যান তার। বিরহের ব্যথা যদি দূরে সরে যায়—মিলনের সুখ-আস্বাদনে—শুষ্ক হয়ে যাবে মেঘদূত।

সত্যবতী। নিয়ে চলো, নিয়ে চলো মোরে—দূর হতে একবার দেখিব তাহারে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। না, না, তা' হবে না। সহ্য করো বিরহ-বেদনা। মিলনের মধুরতা বিরহের মাঝে—ফুটে ওঠে যত রসাবেশে—তাহা কি সম্ভব কভু মিলনের মাঝে? মিলন মরণসম জীবনের শেষ!

সত্যবতী। পায়ে ধরি রাখো অনুরোধ—

বিষ্ণুশর্ম্মা। (উত্তেজিত ভাবে) না না'না!

সত্যবতী। হে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! সে আমার স্বামী—

বিষ্ণুশর্ম্মা। দুষ্টা নারী! পদাঘাত করেছ যাহারে, তারে আজ ভালোবাসা দেখাতে এসেছ? সে তোমার কেউ নয়—যাও দূর হও—

বিষ্ণুশর্ম্মা ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন

সত্যবতী। প্রকৃতির প্রতিশোধ—রাণী সত্যবতী আজ নিস্ব কাঙালিনী!

ভানুমতীর হাত ধরিয়া রাজবেশে বিক্রমার্কের প্রবেশ, সঙ্গে বিদূষক

বিক্রমার্ক। গুরু মোর এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ভানুমতী!

বিষ্ণুশর্ম্মাকে দেখাইলেন

আমি ঋণী—চিরঋণী চরণে ইঁহার—

উভয়ে প্রণাম করিলেন

বিষ্ণুশর্ম্মা। (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিক্রমার্ককে লক্ষ্য করিয়া) কে তুমি যুবক? তোমারে তো চিনিতে পারি না—

বিক্রমার্ক। অভিজ্ঞান এই দুটি স্নুবর্ণ-পাদুকা পদতলে রাখিলেই চিনিতে পারিবে গুরুদেব। আমি বিশ্বরূপ!

একজোড়া স্নুবর্ণ-নির্ম্মিত খড়ম পদতলে রাখিলেন

মনে কি পড়ে না গুরুদেব! করেছিলে প্রিয় শিষ্যে পাদুকা প্রহার!

বিষ্ণুশর্ম্মা। ছদ্মবেশী বিশ্বরূপ তুমি কালকেতু! কোথা পেলে আজি এই রাজবেশ তুমি? সঙ্গে তব কে এই রমণী?

বিদূষক। মহারাজ বিক্রমার্ক, রাণী ভানুমতী! বসেছেন উজ্জয়িনী-সিংহাসনে আজ। তীর্থবাসে ভোজরাজ—গিয়াছেন চলি।

বিষ্ণুশর্ম্মা। মহারাজ বিক্রমার্ক তুমি?

বিক্রমার্ক। প্রতিষ্ঠা করেছি আমি ভারতী মন্দির, হে আচার্য্য,

চলো একবার গ্রহণ করিতে মোর সে গুরুদক্ষিণা। ক্ষুদ্র এক পাদুকা প্রহারে তুমি মোরে করিলে যে নীতি-শিক্ষা-দান—নিয়ন্ত্রিত করিতে এ উদ্দাম-যৌবনে—দুর্ব্বিনীত জীবনের গতি—

বিষ্ণুশর্ম্মা। বক্ষে ধরিয়াছ তুমি সুবর্ণ-পাদুকা ভৃগুপদ চিহ্নসম —প্রিয় শিষ্য মোর! হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবো সেই 'ভারতী মন্দিরে'—রাজারে করিতে আশীর্ব্বাদ। কিন্তু কবি কালিদাস সরোবর কূলে, যাপিতেছে কবিকুঞ্জে নিঃসঙ্গ জীবন। তাহারে কি সঙ্গে নিয়ে যাব না সেখানে?

বিক্রমার্ক। নিশ্চয়, নিশ্চয়। কালিদাস প্রিয় বন্ধু মোর। যাবো মোরা তাঁর কাছে—জানাইতে সাদর আহ্বান। চলো ভানুমতী।

উভয়ের প্রস্থান

গুণমণির প্রবেশ

গুণমণি। আচ্ছা দাদা! মরণ কি হবে না তোমার? মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে—কালামুখী ভারতীর নামে। সেখানেও নিয়ে যাবে—কালিদাসে নিজে সঙ্গে করি? ও পোড়া বদন—মানুষের কাছে তুমি দেখাবে কেমনে?

বিষ্ণুশর্ম্মা। ওরে গুণমণি! তুই মোরে—থাক্ আর বলিব না কিছু—

প্রস্থান

বিদূষক। তুমি এক কাজ করো গুণমণি দেবি!

গুণমণি। কি?

বিদূষক। আবেদন করো বিশ্ব-রমণী সমাজে—সকলেই যেন সেই উৎসবের দিনে 'ভারতী মন্দিরে' আসি সমবেত হয়। তার পর—দুই হাতে শতমুখী নিয়ে, তুমি নৃত্য করো সেই মন্দির প্রাঙ্গণে—বাজাইয়া জগঝম্প—মৃদঙ্গ—দুন্দুভি! তালে তালে নাচিবে সকলে—বলিবে "অধর্ম্মাচারী উজ্জয়িনী-পতি—মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কুলটার নামে।" তুমি সতী-শিরোমণি—তব নামে কেন প্রতিষ্ঠিত হবে না মন্দির?

গুণমণি। (কপালে করাঘাত করিয়া) ললাট! বুঝিলে হে বিদূষক, ললাট আমার। কণ্ঠে নাই সুর—গান গাহিতে জানি না। কোমরের ব্যথা নিয়ে শ্রোণী দোলাইয়া নাচিতেও পারি না তো আমি? রূপ নাই—নাই মোর বয়সের দাবী, যা দিয়ে ভুলাতে পারে সেই কালামুখী এই সব তরুণ যুবকে!

বিদূষক। (সহানুভূতিসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ তা বটেই তো—তা' বটেই তো—

গুণমণি। হায়রে যৈবন—

বিদূষক। যমেরও অরুচি তুমি—গুণমণি দেবি!

দুই দিকে দু'জনের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নব প্রতিষ্ঠিত 'ভারতী মন্দিরে'র সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

রাজা বিক্রমার্কের বক্ষলগ্ন হইয়া ভানুমতী দাঁড়াইয়াছিলেন। দূরে প্রভাতী সঙ্গীত বাজিতেছিল

ভানুমতী। প্রিয়তম! আর কত দিন এই সংগ্রাম চলিবে? এক দিকে আনন্দ-উৎসব—অন্যদিকে আর্ত্তের ক্রন্দন। আজি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনে—থেমে যাক্ রণ-কোলাহল।

বিক্রমার্ক। ভাঙা-গড়া প্রকৃতির নীতি। আর্ত্তের ক্রন্দন আর বিজয়ীর আনন্দ-উল্লাস চিরদিন রহিবে জগতে। অনিবার্য্য জীবন-সংগ্রামে—জয় কিংবা পরাজয় অবশ্য ঘটিবে—সুখ-দুঃখ উত্থান-পতন—দৈবাধীন জানি ভানুমতী!

ভানুমতী। কিন্তু মোর মনে হয়—যেন, ওগো হৃদয় দেবতা! পররাজ্য লোভে তুমি হয়েছ উন্মাদ!

বিক্রমার্ক। কে বলেছে—আমি অতি নির্লোভ-সন্ন্যাসী? আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ হেতু হীনবুদ্ধি ভারতের নৃপতি মণ্ডলী —করিয়াছে খণ্ড খণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য! আমি তারে এক সূত্রে গাঁথি কণ্ঠহারে--গড়িয়া তুলিব এক অখণ্ড ভারত—

ভানুমতী। তাহা কি সম্ভব?

বিক্রমার্ক। অসম্ভব কেন প্রিয়তমে? কে জানিত—এ অজ্ঞাত-কুলশীল যুবা—একদা হইবে ভোজরাজের জামাতা—ভানুমতী হবে তার চরণ-সেবিকা, বসিবে সে উজ্জয়িনী রাজ-সিংহাসনে? মাথার উপরে যিনি রয়েছেন দেবি! তাঁর অনুগ্রহ হ'লে সবই হ'তে পারে—'অসম্ভব' বলি কিছু নাহি এ জগতে। আসি তবে?

ভানুমতী। কোথা যাবে? বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী, সুমধুর প্রভাতী সঙ্গীত—দূর হতে আসিতেছে ভাসি। তুমি যদি না রহিবে কাছে—মিথ্যা হবে উৎসবের এই আয়োজন!

বিক্রমার্ক। প্রতিষ্ঠিত হবে আজ 'ভারতী মন্দির'। আসিছেন বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতী দেবীরে সঙ্গে নিয়ে। রাণী তুমি! সমাদরে করো অভ্যর্থনা। কর্ম্মক্লান্ত জীবনে আমার—নাহি কোনো উৎসবের অবকাশ দেবি।

ভানুমতী। শুনিয়াছি আজি নাকি যুদ্ধের বিরাম? শত্রুপক্ষ করিয়াছে সন্ধির প্রস্তাব?

বিক্রমার্ক। করিয়াছে প্রিয়তমে!

ভানুমতী। তবে?

বিক্রমার্ক। সন্দেহ জাগিছে মোর অন্তরের মাঝে, নিতান্ত শঠতাপূর্ণ প্রস্তাব তাদের। অকস্মাৎ আক্রমণ করি এ মন্দির —প্রতিশোধ নিতে পারে তারা। তাই আমি করিতেছি সৈন্য সমাবেশ—উৎসবের কোনো বিঘ্ন ঘটিতে দিব না।

তীর্থপর্য্যটকবেশে ভোজরাজের প্রবেশ

ভোজ। বৎস বিক্রমার্ক!

বিক্রমার্ক। কি আদেশ পিতা?

ভোজ। কেন করিতেছ এত সৈন্য সমাবেশ, আজি এই উৎসবের দিনে? সন্ধিসর্ত্ত মানিয়াছে তারা! অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ কর্ণাট, সকলেই 'সার্ব্বভৌম সম্রাট' বলিয়া, তোমারে মানিতে চাহিতেছে।

বিক্রমার্ক। অখণ্ড ভারতে—এই 'ভারতী-মন্দির' প্রতিষ্ঠায় যোগদান করিবে কি তারা?

ভোজ। সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে নিশ্চয় করিবে—

বিক্রমার্ক। দ্বারপাল হবে সেই দাম্ভিক কর্ণাট?

ভোজ। ছিঃ বৎস! ততখানি অপমান করিও না তারে। —ধীরে, অতি ধীরে, তব আদর্শ মহান—সকলের সম্মুখে ধরিয়া হও অগ্রসর। ভুলে যাও হিংসা দ্বেষ—পীড়ন-প্রবৃত্তি। কর নিজ মাহাত্ম্য-প্রচার।

বিধবা বেশে চোখ মুছিতে মুছিতে ভারতীর প্রবেশ

অশ্রুমুখী কে তুমি বিধবা?

বিক্রমার্ক। বিধবা-ভারতী দেবী! বিষ্ণুশর্ম্মা বেঁচে নেই তবে? উঃ আচার্য্য আমার!

ভারতী। মৃত্যুকালে মোর হাতে এই চিঠিখানি দিয়াছেন তোমারেই দিতে, মহারাজ!

বিক্রমার্ক। (চিঠি পড়িয়া) যাও দেবী-ভারতীরে মন্দিরে লইয়া, ভানুমতী !

ভারতীর হাত ধরিয়া ভানুমতী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন

বিক্রমার্ক। পিতা ! বিষ্ণুশর্ম্মা আচার্য্য আমার—অনুরোধ করেছেন মোরে - ভারতের শ্রেষ্ঠ কাব্য-প্রতিভাকে আনি, সম্মানিত করিতে এ ভারতী-মন্দিরে ! আমি যাই—নিয়ে আসি কবি-কালিদাসে ? উৎসবের কাল সমাগত। অভ্যর্থনা করুন আপনি অভ্যাগত জনে।

ভোজ। যাও বৎস, পালন করিব আমি রাজার আদেশ—

বিক্রমার্কের প্রস্থান

নারায়ণ ! আসমুদ্র হিমাচল—ভারত-সাম্রাজ্য গড়িবার এ প্রচেষ্টা, স্বপ্নসৌধ সম—ভাঙিয়া দিও না তুমি।

ভোজ এক বেদীতে উপবেশন করিলেন

উদ্‌ভ্রান্ত সত্যবতীর প্রবেশ

সত্যবতী। বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী—প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—ভারতী-মন্দির ! চারিদিকে কত হাসি কত কোলাহল—তবু মোর আঁখি দুটি জলে ভরে ওঠে ! আমি শুধু অনাদৃতা, উপেক্ষিতা আমি—

ভানুমতী মন্দির হইতে ছুটিয়া আসিয়া সত্যবতীকে জড়াইয়া ধরিল

ভানুমতী। সত্যবতী! এসেছিস্ সখি—

সত্যবতী। কেন সবে দূর হতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমারে দেখায়ে বলে—"ওই সত্যবতী!" কেন পরস্পর—চোখে চোখে, কানে কানে, সঙ্কেতে-ইঙ্গিতে কহে কথা আমারি উদ্দেশে? (ক্রুদ্ধভাবে) আমার স্বামীরে—যদি ব্যথা দিয়ে থাকি—আমার সে আছে অধিকার। ব্যথা যদি পেয়ে থাকি, সে ব্যথা আমার। অপরের ক্ষতি কি তাহাতে?

ভানুমতী। মনে পড়ে সত্যবতী, বলেছি সেদিন—একদিন অনুতাপে মরিবি জ্বলিয়া? কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবে আঁখি দুটি তোর?

সত্যবতী। চাহি না সহানুভূতি—আমি যা' করেছি, তার ফল আমি পাব—তোমরা পাবে না। করিও না মোরে জ্বালাতন—

ভারতী। সত্যবতী!

সত্যবতী। কি বলিবে বলো? দেখাও সহানুভূতি! ভাগ্যহীনা বলি—অতি অনুকম্পা ভরে—বলো মোরে সান্ত্বনার কথা! তার পর জানো যত নীতি-উপদেশ—শুনাও আমারে হেসে হেসে—

ভারতী। উন্মাদিনী!

সত্যবতী। হ্যাঁ, আমি উন্মাদিনী, কিন্তু তুমি কুলটাকামিনী! তোমার কলঙ্ক-কথা শুনিয়াছি আমি—দেবী গুণমণি কাছে।

ভারতী। ছি ছি ছি ও কথা বলো না—আমি অতি ভাগ্যহীনা বিধবা রমণী।

সত্যবতী। তোমারি কারণে, শুধু তোমারি কারণে ওগো দুষ্টা মায়াবিনী, স্বামী মোরে করিল না ক্ষমা! হাতখানি ধরি মোরে ডাকিতে এলো না একবার। জানিল না কি বেদনা আজি—মোর বুকে। তুমি তারে রাখিয়াছ দূরে। করিতে আমার সর্ব্বনাশ।

কাঁদিল

ভোজ। সত্যবতী! বিষ্ণুশর্ম্মা স্বর্গগত আজ। তুমি ওই পতিব্রতা সতীরমণীরে কহিতেছ একি কটুকথা? ছি, ছি, একা নির্ম্মমতা তব?

সত্যবতী। নির্ম্মমতা? হাহাহা—বাহিরে সতীত্ব, যার অন্তরে-কুলটা—বৈধব্য তাহার শুধু লোকাচার-হেতু! বিষ্ণুশর্ম্মা স্বর্গে গেছে—কি হয়েছে তা'তে? মহাকবি কালিদাস—ভারতীর প্রাণ! সে তো বেঁচে আছে?

ভারতী। (কাঁদিয়া) উন্মাদিনী! আত্মঘাতী করিওনা মোরে। ভালবাসি আমি কালিদাসে—একথা স্বীকার করি! কিন্তু সে আমার স্নেহপুষ্ট সুকৃতি-সন্তান! কালিদাস রচিয়াছে—কাব্য সুমধুর—কিন্তু আমি ভাগ্যহীনা নারী, রচিয়াছি কবি কালিদাসে—

সত্যবতী। তাই নাকি? হাহাহাহা—

ভারতী। না, না, না, সহিতে পারি না—ওই শ্লেষপূর্ণ হাসি—

প্রস্থান

নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমার্কের প্রবেশ

বিক্রমার্ক। আজি সুপ্রভাত। মিলিত হয়েছি মোরা ভারতী মন্দিরে—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—কবি-প্রতিভার করিতে সম্মান। বাণীর মানসপুত্র—কবি কালিদাস, দিয়াছেন ভারতের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ—যত—সুমধুর কাব্য ও নাটক! বিশ্ববাসী সমাদর করিবে তাহার—যতদিন মানুষের সভ্যতার দাবী সমুজ্জ্বল রবে ইতিহাসে।

ভোজ। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা! বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে!

সকলে। জয় কবি কালিদাসের জয়—

কালিদাস। হে সম্রাট, হে বন্ধু আমার—মহামান্য ভারত সম্রাট! সমবেত সুধীবৃন্দ রাজন্য সকল! এ বিরাট সম্মানের যোগ্য নহি আমি। আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, অতি অকিঞ্চন, কিন্তু যাঁর কৃপাবলে লিখেছি কবিতা—যার বাণী শুনি কানে লেখনী আমার করিতেছে ছন্দে ছন্দে অক্ষর-যোজনা চরণ বন্দনা করি তাঁর।

দেবীবাণী-সর্ব্বদেব-পূজ্যপাদ-পঙ্কজে!
বেদমাতরাত্মতত্ত্বদায়িনী-নিসর্গজে!

প্রণাম

ভারতী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন

ভারতী। কালিদাস!

কালিদাস। একি! একি মূর্ত্তি দেবী! বিধবা সেজেছ তুমি! জননী আমার—

সত্যবতী। জননী! জননী তোমার?

কালিদাস। হ্যাঁ সত্যবতী—জননী আমার এই বিধবা ভারতী!

সত্যবতী। হে রহস্যময়ী! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর অপরাধ মোর। চূর্ণ মোর অহঙ্কার চরণে তোমার।

কালিদাস। সেকি কথা রাণী সত্যবতী!

সত্যবতী। নহি রাণী! দাসী আমি—দাও পদাশ্রয়। নহি আমি সত্যবতী! নহ তুমি সেই কালিদাস—হে বিরহী যক্ষ মোর! আমি তব যক্ষবধূ বিরহ-বিধুরা—

কালিদাস। না না না—সত্যবতী!

কালিদাস অভিমানে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

ভারতী। কালিদাস! নারীরত্ন এই সত্যবতী—বুকে তুলে লও তুমি তাকে—আমি দেখে সুখী হই!

চোখ মুছিয়া সত্যবতীকে কালিদাসের হাতে
অর্পণ করিলেন

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী	মিঃ এন্, সি, গুপ্ত
	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	মঃ দেলোয়ার হোসেন
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সুরশিল্পী	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চশিল্পী	মিঃ এম্, জান্
ব্যবস্থাপক	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মৈত্র
প্রচারক	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
মঞ্চাধ্যক্ষ	মিঃ জানে আলম
স্মারক	শ্রীশশীপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমণিগোপাল
রূপসজ্জা	শ্রীতুলসী দাস, সুবোধ ও অবনী
সঙ্গীত শিক্ষক	শ্রীরতন দাস
হারমোনিয়াম	শ্রীরামচন্দ্র দাস
বাঁশী	শ্রীশঙ্কর দাশগুপ্ত
ট্রামপেট	শ্রীবলরাম পাঠক
তবলা	শ্রীহরিপদ দাস

নাটকীয় চরিত্র

ভোজরাজ	শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়
বিক্রমার্ক	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
কালিদাস	শ্রীধীরেন দাস
বিষ্ণুশর্ম্মা	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
মন্ত্রী	শ্রীঅমৃত রায়
বিদূষক	শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়
ঘটকর্পর	শ্রীললিত সিংহ
বরাহ	শ্রীঅনাদি গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ণাটি পণ্ডিতদ্বয়	জনৈক এ্যামেচার গ্রাজুয়েট্ ও শ্রী......
কর্ণাটরাজ	শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়
আজ্ঞাবহ	শ্রীভূতনাথ পাঁড়ে
রাজন্যগণ	শ্রীঅমূল্য মিত্র শ্রীভূতনাথ পাঁড়ে শ্রীকানাই শ্রীঅচিন্ত্য শ্রীশশী
রক্ষীদ্বয়	শ্রীচুণিলাল দত্ত শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়

গুণমণি	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী দেবী
সত্যবতী	শ্রীমতী অর্পণা দাস
ভারতী	শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়
ভানুমতী	শ্রীমতী রেণুকা দেবী
মধুচ্ছন্দা	শ্রীমতী গীতা দেবী
পরিচারিকা	শ্রীমতী করুণাময়ী